ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 May, 2021 ■ আগরতলা, ২২ মে, ২০২১ ইং ■ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যেও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরায় মিলল ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত রোগীর সন্ধান। আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬৮ বছর বয়সি মহিলার দেহে এই সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, ত্রিপুরা সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগকেও মহামারি ঘোষণা করেছে।এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগকে মহামারি ঘোষণা করেছে এবং রাজ্যগুলিকেও এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার আজ ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহামারি আইনে এই রোগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি বলেন, ওই রোগ সাধারণত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে, মধুমেহ, ক্যানসার, কিডনি রোগ, এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের জন্য ওই রোগ ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত কম থাকে।

করোনা-বিভীষিকার মধ্যেই নতুন আতঙ্ক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা কালো ছত্রাক। এই রোগকে কেন্দ্রীয় সরকার মহামারি বলে ঘোষণা করেছে। সাথে রাজ্যগুলিকেও এই রোগকে মহামারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছে। সে মোতাবেক রাজ্য সরকার জিবি হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে এই রোগের চিকিৎসায় প্রস্তুত রেখেছে।

এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার অবগত। কেন্দ্রের চিঠি পেয়েই ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, করোনা-র চিকিৎসায় দুটি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল রয়েছে। জিবি হাসপাতালের সাথে এখন ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুই হাসপাতালেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণ মিলেছে। শুধু তা-ই নয়, ওই রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস করোনা-র থেকে ভয়ানক। ত্রিপুরায় এখনও ওই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। কিন্তু সংক্রমণ ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়া আটকানো কতটা সম্ভব, এ-বিষয়ে চিকিৎসক মহল সন্দেহে রয়েছেন।

রাজ্যকে কেন্দ্রের নির্দেশিকা

● হসপিটাল ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি গঠন করা ● নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা ● ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল প্রেগ্রাম প্রস্তুত করা ● কোভিড-১৯ এর মতো ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল ● রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ● নিয়মিত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেনিটাইজ করা ● রোগীকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহ করা

রাজ্যে ফের রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা নতুন করে ৮৬৩ জন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ফের ত্রিপুরায় রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষার ফলে গত ২৪ ঘন্টায় এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একদিনে ১১৪৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৮৬৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৭.৫৫ শতাংশ। এদিকে, ফের ২ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়েই চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘন্টায় ৩৩২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনো রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৪৩২ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণ-এ শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৬৪৭৩ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৫৮৫ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৯৮৫৩ জন মোট ১১৪৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৮৪ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ৭৭৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৮৬৩ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৩২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৬৪৭৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪৪৩৫৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৭৩৬৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৩০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৪.৩৬ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০২ শতাংশ। নতুন করে ২ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৫৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন-এ আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪৩২ জন, দক্ষিন জেলায় ৯৬ জন, গোমতি জেলায় ৫১ জন, ধলাই জেলায় ৩০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৭৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ৯৪ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৯০ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯০১৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৭.১০ শতাংশ। এছাড়া, সুস্থ হয়েছেন ৩৪১৫ জন এবং মারা গেছেন ৫৭ জন। ফলে, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮০৭ জন। তিনি জানান, সক্রিয় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৭৭৪ জন হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিতাধীন রয়েছেন। বাকি ৬০৩৩ জন বাড়িতে আইসোলেশন-এ রয়েছেন। তাঁর দাবি, গত বছর মে মাসে ২২৭৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ৩১৩ জনের দেহে সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে সাফ দেখা যাচ্ছে, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার দ্রুত গতিতে কাজ করে চলেছে।

বাবাকে পিটিয়ে খুন করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আমতলী থানা এলাকার মহেশখোলার রানীখামারে গুণধর পুত্রের হাতে খুন হল বাবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।আমতলী থানার অন্তর্গত মহেশতলার রানিখামার এলাকায় ছেলে বাবাকে কাঠের ফাইল দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করেছে।

অভিযোগ এলাকাবাসীর। তবে ঘটনা সম্পর্কে আশুতোষ নমঃর স্ত্রী এবং তার ছেলের বউ বলেন পা পিছলে পড়ে গিয়ে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমতলী থানার পুলিশ। তার বড় ছেলে অজয় নম এবং মিঠুনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।অথচ হত্যার ঘটনাটি পুরো অস্বীকার করেন ছেলের বউ এবং তার স্ত্রী।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহেশখোলা এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে, রাজ্যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। শিশুরা বর্তমানে কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার চারজনের একটি পেডিয়াট্রিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন এজিএমসি'র এম এস ডা. সঞ্জীব দেববর্মা। এছাড়া রয়েছেন ডা. জয়ন্ত রায়, ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী এবং ডা ভাস্কর মজুমদার।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী কোভিড সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, বর্তমানে সক্রিয় ভ্যাকসিনেশন সেন্টার রয়েছে ১৩০টি। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৪২টি ডোজ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ডোজ নিয়েছেন ১০ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৯৯ জন। মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৭৪৩ জন। ৫১, ৯৩৪ জন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, ৮৬,৯৭৬ জন ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, ৪৫-৫৯ বছর বয়সী ৫, ১৮, ৪৬১ জন, ৬০ বছর ঊর্দ ৩, ২৩,৩২০ জন এবং ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৪৬,৭০৪ জন প্রথম ডোজ নিয়েছেন।

কোভিড নিয়ম নীতি ভঙ্গ করায় ৬,২২,৯৫০ টাকা জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ সচেতনতামূলক প্রচার করছে। কোভিড নিয়মাবলী ভঙ্গকারীদের থেকে জরিমানাও আদায় করা হচ্ছে। এমাসের ২ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত মাস্ক এনফোর্সমেন্ট দিনগুলিতে জেলা এবং পুলিশ প্রশাসন কোভিড নিয়ম নীতি ভঙ্গ করায় ৩,০৯৮ জন থেকে ৬, ২২,৯৫০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে জেলা প্রশাসন মাস্ক পড়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যাপক প্রচার করছে। করোনা কার্ফু এবং করোনা নাইট কার্ফু মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোভিড নিয়ম নীতি না মানা বিশেষ করে মাস্ক না পড়ার জন্য ৫১,৫৮৮ জনের কাছ থেকে ৯৯,৩১, ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিবের অফিস থেকে এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সভাপতি বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কমলপুরে যুবমোর্চায় মতানৈক্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ধলাই জেলার কমলপুর মন্ডলে যুব মোর্চার সভাপতি বদলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একাংশ দলীয় কর্মী সমর্থক দল ত্যাগের হুমকি দিয়েছেন।কমলপুর যুব মোর্চার সভাপতি বদলকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ কোন্দল তুঙ্গে উঠেছে।

যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি বদলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে একাংশের নেতা শুক্রবার হালাহালি দলীয় কার্যালয়ে সভায় মিলিত হয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের অবহিত করে তারা জানান চব্বিশ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নিলে দলের বড় একটা অংশ দলত্যাগ করতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলপুরে দলীয় আভ্যন্তরীন কোন্দলের পারদ রীতিমতো তুঙ্গে উঠেছে। উল্লেখ্য কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি হিসেবে মৃন্ময় ভট্টাচার্যকে নিযুক্ত করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৎ মায়ের অত্যাচার ফাঁসিতে আত্মঘাতী ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মে।। ফাঁসিতে আত্মঘাতী হল মূক ছেলে। অভিযোগের তীর সৎ মায়ের বিরুদ্ধে। রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটে বিশালগড় থানাদিন ধ্বজনগর এলাকায়। মৃতের নাম সুমন মিয়া। বয়স আনুমানিক বাইশ। পিতা নজুমিয়া। স্থানীয়দের সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহের জেরে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নীজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মঘাতি হয়। জানা গেছে সুমনের পিতা গত দেড় বছর আগে দ্বিতীয় বিয়ে করে। মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নজুমিয়া। বিয়ের কিছুদিন পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে বিস্তর পরিমাণ কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। শুক্রবার বনদপ্তর এর কর্মীরা ধর্মনগরের দীঘলবাক নোয়াপাড়ায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করেছেন। তবে কাঠ পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়নি বনদপ্তরের কর্মীরা।

অবশেষে অবৈধ কাঠের মজুত ভান্ডারে অভিযান বনদপ্তরের। ঘটনা ধর্মনগরের দীঘলবাগ এবং নয়াপাড়ার মধ্যবর্তী স্থান পুরপরিষদের ৩নং ওয়ার্ডে। সেখানকার নরজুল হকের বাড়িতে হানা দিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বন দপ্তরের আধিকারিকরা আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা বাজার মুল্যের সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছেন।তবে বাড়ির মালিক নরজুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর বি এস কে কর্মসূচিতে ছয় মাসের শিশুর বিনামূল্যে হৃদরোগের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) স্বাস্থ্য কার্যক্রম ত্রিপুরাতে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছে ১৮ বছর অবধি জন্মগতরোগ, বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুরা।কমলপুরের রূপসপুরের বাসিন্দা রাজীব মল্লিকের ছয় মাস বয়সী পুত্র আরিয়ান মল্লিকের জন্ম থেকেই হৃদরোগ ছিল।

কামিনীমোহন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১৮ জানুয়ারি রুটিন মাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় আরবিএসকে টিমের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পূজা শীল শর্মা এবং ডাঃ অমিতাভ দাস শিশুটির হৃদরোগ শণাক্ত করেন। আর বি এস কে কর্মসূচিতে তার বিনামূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়। তারপর তাকে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে বিনামূল্যে তার অস্ত্রোপচার হয় এবং সম্পূর্ণ ব্যয়ভার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা বহন করে। গত ৭মে আর বি এস কে-এর তরফে মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পূজা শীল শর্মা পুনরায় শিশুটির শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন। শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ। তার পরিবারের সদস্যরাও দপ্তরের ভূমিকায় আনন্দিত। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দূর্ঘটনায় আহত দুই বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার হাওয়াই বাড়িতে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ি থাংলাই বাজার এলাকায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় করোনা কারফিউ বিধি নিষেধ ভঙ্গ করায় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয় অনেকের বিরুদ্ধে। ছবি নিজস্ব।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর থেকে চাপ কমছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.)।। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন চিকিৎসক-সহ সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাঁদের জন্যই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর থেকে চাপ কমছে। দেশের স্বাস্থ্য কর্মীদের ভূয়সী প্রসংশা করে এমনই অভিমত পোষন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে চিকিৎসক, প্যারামেডিকেল স্টাফ এবং অন্যান্য ফ্রন্টলাইন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কাশির একজন সেবক হিসেবে আমি কাশির সমস্ত বাসিন্দাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড বয় ও অ্যাম্বুলেন্স চালকরা যে কাজ করে চলেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

'করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে নানা দিক থেকে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। এবার সংক্রমণের হার আগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এই অসাধারণ পরিস্থিতিতেও আমাদের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণেই এই চাপ সামলানো রোগীদের বহুদিন হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ছে। যাচ্ছে।' মোদী বলেন, 'করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভ্যাকসিনের সুরক্ষার বিষয়টিকেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ভ্যাকসিনের সুরক্ষা নিয়ে আমাদের ফ্রন্টলাইন কর্মীরা সুরক্ষিত থেকে মানুষের সেবা করতে পারছেন, ভবিষ্যতে দেশের সকলকেই ভ্যাকসিনের সুরক্ষাকবচ প্রদান করা হবে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'এখন আমাদের নতুন মন্ত্র হল-''যেখানে অসুখ সেখানেই চিকিৎসা''। এই নীতির ভিত্তিতে মাইক্রো-কন্টেন্টমেন্ট জোন তৈরি করে আপনারা যেভাবে শহর ও গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ওষুধ বিতরণ করছেন, এটি খুবই ভাল উদ্যোগ।' করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দেশে এই মুহূর্তে নতুন করে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনার বিরুদ্ধে আমাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের ৪-হাজারের ঊর্ধে দৈনিক মৃত্যু দেশে কোভিড সংক্রমণ কিছুটা নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের কিছুটা কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। সংক্রমণ কমলেও দৈনিক মৃত্যু বৃহস্পতিবারের তুলনায় বেড়ে ফের ৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯১ জন। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,২০৯ জন রোগীর। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৯৫ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুততার সঙ্গে চলছে টিকাকরণ, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯,১৮, ৭৯,৫০৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০১,৯৫৩। ১,০১,৯৫৩ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৯২৫-এ (১১.৬৩ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২,৫৯,৫৯১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬০,৩১,৯৯১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ২০৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৯১,৩৩১ জন (১.১২ শতাংশ)। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৯২৫ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৯৫ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,২৭,১২,৭৩৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৭.২৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫০৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৪,৮২,৭৫৪ জনকে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২১৮ ▫ ২২ মে ২০২১ ইং ▫ ৭ জৈষ্ঠ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভ্যাকসিনের ঘাটতি

করোনা টিকার ঘাটতি মিটাইতে ইতিমধ্যে ভারতের নিজস্ব ভ্যাকসিন কোভ্যাকসিনের ফর্মুলা অন্য কোম্পানিকে দেওয়ার আওয়াজ উঠিয়াছে। যাহাতে দ্রুত বেশি উৎপাদন করা যায়। সেইমতো নীতি আয়োগ একাধিক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। কিন্তু, সেখানেও মিলিতেছে না ভালো সাড়া। হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানি কোভ্যাকসিন তৈরি করিতে এগিয়ে আসিয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড, ভারত ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালস এবং হ্যাফকাইন ইনস্টিটিউট। কেননা নিষ্ক্রিয় ভাইরাস দিয়া তৈরি এই ভ্যাকসিন প্রস্তুত করিবার প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং ক্ষমতা দেশের গুটি কয়েক সংস্থার রহিয়াছে। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে বছরে ২০ কোটি কোভ্যাকসিন ডোজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করিয়াছে ভারত বায়োটেক। গুজরাতে তাহিদের শাখা সংস্থা চিরন বেহরিং ভ্যাকসিনে অতিরিক্ত ডোজ উৎপাদন শুরু করিয়াছে তাহারা।

এ বিষয়ে প্রথম সারির এক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার শীর্ষকর্তা বলিয়াছেন, 'সাধারণভাবে কেউ সক্রিয় ভাইরাস নিয়া কাজ করিতে চায় না। পৃথিবীর কেউই এই সাহস দেখায় না। সেকারণেই বেশিরভাগ টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা প্রোটিন নির্ভর ভ্যাকসিন তৈরি করে। কিন্তু, মহামারী পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত ভ্যাকসিন তৈরির উপায় হইল, সক্রিয় ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করিয়া টিকা উৎপাদন।' কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন তৈরি করিতে যে ধরনের পরিকাঠামো ও সুরক্ষাবলয় লাগে, তাহা বহু কোম্পানির নাই। বায়োকন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কিরণ মজুদার শ' ট্যুইটারে লিখিয়াছেন, 'কোভ্যাকসিনের ঘাটতি মিটাইতে টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ডাকা হইয়াছে। কেমন সাড়া মিলে সেটাই দেখার।'

একই সুর শোনা গিয়াছে শান্তা বায়োটেকের প্রতিষ্ঠাতা কে এল ভারাপ্রসাদ রেড্ডির গলায়। তাঁহার মতে, 'প্রথমত ভ্যাকসিন তৈরির মূল বিষয় ফর্মুলা নয়, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি। কেউ যদি সেগুলো পাইয়াও যায়, সবকিছুকে এক জায়গায় আনিয়া টিকা উৎপাদন করিতে কমপক্ষে ৬-৮ মাস লাগিয়া যাইবে। কেননা বায়োসেফটি লেভেল-থ্রি-মতো সুরক্ষা বলয়ের ছাড়পত্র পাইতেই তিন থেকে ছ'মাস লাগিবে। পাশাপাশি, জীবন্ত ভাইরাস নিয়া কাজ করিবার প্রশিক্ষণ দিতেই চলিয়া যাইবে কমপক্ষে ছ'মাস।' কোভ্যাকসিন উৎপাদনে রাজি হওয়া ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেডের বর্তমান ল্যাবের পরিকাঠামো সেই উচ্চতায় নিয়া যাইতে লাগিয়া যাইবে কমপক্ষে তিন মাস। পুরোদমে ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব হইবে অক্টোবরে। ভারত ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালস এবং হ্যাফকাইন ইনস্টিটিউটেরও বিএসএল-৩ ল্যাব তৈরি করিতেও বেশ কয়েকমাস লাগিয়াযাইবে।

কোভ্যাকসিন তৈরি করিতে যে বিএসএল-৩ ল্যাব অত্যন্ত জরুরি, তাহা মনে করাইয়া দিয়াছেন সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির (সিসিএমবি) প্রাক্তন অধিকর্তা ডাঃ রাকেশ কে মিশ্র। আর এক প্রাক্তন অধিকর্তা ডাঃ চন্দ্রমোহন রাও

বলিয়াছেন 'সুরক্ষিত ল্যাব ছাড়াও এই ভ্যাকসিন তৈরিতে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল নিষ্ক্রিয় ভাইরাস যেন কোনওভাবেই বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে। তাই শুধু পরিকাঠামো নয়, প্রয়োজন প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী। তাহার মানে এই নয়, যে কেউ এই ভ্যাকসিন তৈরি করিতে পারিবে না। আসল সমস্যা হইল, সুরক্ষা এবং দক্ষ কর্মীর। আর সেকারণেই কোভিশিল্ড বা ফাইজার বায়োএনটেক এবং মর্ডানার মতো এম-আরএনএ ভাকসিন ভারতে তৈরি করা সহজ। রাকেশ মিশ্রর কথায়, 'এম-আরএন ভ্যাকসিন দ্রুত ও সহজে তৈরি করা যায়। কারণ, সেখানে বিপুল পরিমাণ সংক্রামক ভাইরাসের প্রয়োজন হয় না। জিনের পরিবর্তন ঘটানো ভাইরাস থাকে এবং একবার তার কপি করিয়া নিতে পারিলেই ব্যাপক হারে তাহার উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হইল, ভারতে তাহা তৈরির পরিকাঠামো নাই। এম-আরএনএ ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি যদি তাদের ফর্মুলা শেয়ার করে, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা যাইতে পারে।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঢাকুরিয়া ব্রিজের, যাচাই ভার বহনের ক্ষমতাও

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল ঢাকুরিয়া ব্রিজের। শুক্রবার সকাল সকাল একটি বিশেষজ্ঞ দল পৌঁছয় সেখানে। লকডাউনে তেমন গাড়ি চলাচল না হওয়ায়, ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল এদিন। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেতু এই ঢাকুরিয়া ব্রিজ। একইসঙ্গে ভার বহনের ক্ষমতাও যাচাই করে নেওয়া হল এদিন। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে গতবছর জুলাই মাসে তিনদিন বন্ধ রেখে এই ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল কেএমডিএ-র আধিকারিকরা।সে সময়ে সেতু বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ সোম জানিয়েছিলেন, "রেল লাইনের উপরে থাকা অংশ সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হতে পারে। এই জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণ করা ভীষণভাবে জরুরি।" যদিও সে সময়ে কেএমডিএ দাবি করেছিল, রেললাইনের ওপর থাকা অংশ দেখভালের দায়িত্ব রেলের। তা নিয়ে টানাপড়েনের মাঝেই চলতি লকডাউনে ফের একবার সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সেরে নিল রাজ্য। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে আগুন

জলপাইগুড়ি, ২১ মে (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ড। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন রোগীরা। শুক্রবার সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ ওই ওয়ার্ডে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ও বাইপ্যাপ মেশিন থেকেই আগুন ছড়ায় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে হঠাৎই হাসপাতালের কোভিড-১ ব্লকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এই দৃশ্যে ভয়ে, আতঙ্কে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় হাসপাতালজুড়ে। কর্তৃপক্ষ দ্রুত রোগীদের সরানোর নির্দেশ দেয়। কোভিড-১ ব্লকের দ্বিতীয় তলে তড়িঘড়ি রোগীদের স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাস্থলে যান হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক ও বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানান, আগুন লাগার ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ বাঁকুড়ায়, ষ্টেডিয়াম হল সেফ হোম

বাঁকুড়া, ২১ মে (হি. স.) : দিন যত গড়াচ্ছে কৰোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।সেই সঙ্গে বাড়ছে উদ্বেগ।এক দিনেই বাঁকুড়া জেলায় করোনার বলি সাত।আক্রান্ত ৬৮৪ জন।স্বাস্থ দফতরের প্রকাশিত বুলেটিনে গত ৪৮ ঘন্টায় জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১২।এপর্যন্ত জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ১৭৫।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ওন্দা কোভিড হাসপাতাল ছাড়াও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।জেলা স্বাস্থ দপ্তর মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছে। বাঁকুড়া শহর জুড়ে ও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে।শহরাঞ্চলে সাধারন ও অতি সাধারন, বস্তিবাসীদের ঘরের সমস্যা মাথায় রেখে বাঁকুড়া ষ্টেডিয়ামে সেফ হোম তৈরি করেছে পুরসভা।২৫ বেডের এই সেফ হোমে ঔষধ, চিকিৎসা সহ" খাবারের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে পুরসভা।পৌর পরিচালন বোর্ডের সদস্য দিলীপ আগরওয়াল বলেন শহরের পরিসিতির কথা চিন্তা করে এই ব্যবসা গ্রহন করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

মহামানবের পদধূলি ধন্য আঁটপুর

রামপ্রসাদ সরকার

যুগে যুগে মহামানব এসেছেন আমাদেরজীবন আলোকিত করতে। সামাজের কুসংস্কারদূর করতে। তারই আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে শ্রমদ্ভাগবগীতায় যেখানে ভগবান বলছেন, 'যাদা, যাদা, হি, ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত। অভূত্থানমধর্মস্য, তদাত্তানম সৃজাম্যহম্।" (হে ভারত। যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।) অনরূপ কথা আমরা শুনি মানবতাবাদী কবিতায় বিশ্বকবির কণ্ঠে। "ওই মহামানব আসে, / দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে—/ মতধূলির ঘাসে ঘাসে।/ সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ/ নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—/ এল মহামানবের গল্প।"

এভাবেই যুগে যুগে আমরা বহু মহামানবকে পেয়েছিল। তাঁদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে, পুন্য হয়েছে পীঠস্থান। এইরকম একটি পীঠস্থান হল হুগলি জেলার আঁটপুর। বহু মনীষীর পদধূলি ধন্য আঁটপুর। বহু মনীষীর পদধূলি ধন্য আঁটপুর। তার আগে আঁটপুরের অতীত ইতিহাস ও স্থান মহাত্মের কথা জেনে নিই। হওড়া ও হুগলি জেলার কিয়দংশ নিয়ে একসময় গড়ে উঠেছিল ভূড়িশ্রেষ্ঠ রাজ। জনশ্রুতি, ভূড়িশ্রেষ্ঠ রাজের আট সেনাপতির বাসস্থান হিসেবে অতীতের বিশাখালা জনপদ আজ আঁটপুর নামে পরিচিত।

অতীতে আঁটপুর গ্রামটি দু'টি নামে খ্যাত ছিল। 'তাড়-আঁটপুর' ও 'বিশাখালা'। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ 'ভক্তি রত্নাকর'-এ 'তড়া-আঁটপুর' গ্রামের উল্লেখ পাই। তেমনই উল্লেখ পাই 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' ধর্মগ্রন্থে 'বিশাখালা' গ্রামের নামের। বংশপরস্পরায় এখানকার মানুষ শুনেছেন বা জেনেছেন যে বিশাখালাতে মুসলিম আমলে অটোর খাঁ নামে এক বিত্তবান ও বিত্তশালী জমিদার ছিলেন। তাঁরনামেই জায়গাটি আঁটপুরক নামে পরিচিতি লাভ করে।

দুই

আঁটপুরের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বচক্ষে দেখা রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরের কথা। শুধু দেখলাম বললে কম বলা হবে। দেখলাম—বিস্ময়ে অভিভুত হলাম, মন্দিরের গঠনশৈলী ও মন্দির গাত্রে টেরাকোটার অলঙ্কারণ মুগঘতার রেশকে বহুগুণিত করল। প্রায় তিন শতাধিক বছরের কথা। সেসময় কৃষ্ঠরাম মিত্র বর্ধমান রাজের দেওয়ান ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে এক সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তে গেরুয়াধাণী এক সন্ন্যাসী তাঁকে রাধাকৃষ্ণের অনিন্দ্য সুন্দর যুগল মূর্তি গিয়ে বলে গেছেন মন্দির গড়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাধাকৃষ্ণের নিত্য পূজো করতে।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেওয়ান কৃষ্ণরামকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে। মন্দির তৈরির মালমশলা জোগাড় করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দক্ষ কারিগরদের পরামর্শে গঙ্গাজল,গঙ্গা মাটি ইট দিয়ে অপূর্ব আটচালা শিল্প শৈলীর মন্দির নির্মাণ করেন। উঁচু বেদীর ওপর নির্মিত মন্দিরটি পূর্বমুখী।

রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির তো তৈরি হল। এবার মন্দিরের ভিতর ও বাইরের কারুকার্যময় করে তুলতে হবে। তবেই তো মন্দির পাবে এক নয়নাভিরাম রূপ।

আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি যে, সপ্তদশ শতকের প্রমথ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের স্থপতিরা মন্দির স্থাপত্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন। তার ফলস্বরূপ বিষ্ণুপুর ঘরানার মন্দির স্থাপত্যের উদ্ভব হয় এবং মন্দির স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে পোড়ামাটির ভাস্কর্য শিল্প বিকাশ লাভ করে। মন্দির গাত্রে টেরাকোটার বিভিন্ন অলঙ্কারণ দেখা যায়। শুধু বিষ্ণুপুরেই নয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলার অনেক জায়গায় মন্দির স্থাপত্যে টেরাকোটা শিল্পের ব্যবহার দেখা যায়।

প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণরাম মন্দির কাঠামো সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সেইসব দক্ষ কারগিরদের কাজে লাগিয়ে মন্দির গাত্রে, মন্দির গাত্রের ভিতরে ও বাইরে ফুটিয়ে তোলালেন টেরাকোটার অপূর্ব শিল্প সমাহার। তাতে প্রস্ফুটিত হয়েছে তৎকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন চিত্ররূপ, রামায়ণ---মহাভারত, এমনকি বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় ভাবাবেগের নানান মুহূর্ত উঠে এসেছে---এইসব অলঙ্কাররে। মন্দিরটি ১০০ ফুট উঁচু। গর্ভগৃহে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ শোভা পাচ্ছে। নিত্যপূজা হয়। জানা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার আগে এই মন্দির দর্শন করে গিয়েছিলেন।

এইসব অপূর্ব শিল্পকর্মের সামনে এসে দাঁড়ালে চোখ ফেরানো যায় না। মনে হয় কাব্যের ছন্দে যেন সব চিত্র প্রাণময় হয়ে উঠেছে। অজানা শিল্পীদের হাতে স্পর্শে।

এই অনুভূতি ব্যক্ত করে গিয়েছেন। রাজ্যে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালার অধিকারেরএক সময়ের সুপার এ সি মুখার্জি ১৯৯৯ সালে 'দি টেরাকোটা অফ আঁটপু' নামে একটি অ্যালবাম প্রকাশকালে। তিনি লিখেছিলেন, All these panel seems to be a promise in clay elther softly or vigorously modelled by nibling touches of un-known artists of Bengal.

রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির ছাড়া কৃষ্ণরাম মিত্র আরও বেশকিছু মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ বা নাটমন্দির যথা ফুলেশ্বর বানেশ্বব, রামেশ্বর ও গঙ্গাধর নামে খ্যাত এই দেবালয়গুলিও টেরাকোটার কারুকার্যে শোভিত এবং সর্বধর্মের সমাহার হয়ে বিশ্বমৈত্রীর বার্তা বহন করছে।

এদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরসংলগ্ন কাঠেরতৈরি দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাঁঠাল কাঠের তৈরি বৌদ্ধ গুস্ফার অনুকরণে নির্মিত এইরকম নাটমন্দির ভারতে তথা ভিশ্বের আরকোনও নাটমন্দিরে নেই। নাটমন্দিরের ভিতরে কাঠের প্যানেল অসাধারণ সব মূর্তি পরিকল্পনা দেখা যায়। যার অধিকাংশেই রয়েছে বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বুদ্ধ, নানক, কবীর, হিউয়েন সাং, বামাক্ষ্যাপা ও আরও মনীষীদের কারু মূর্তি চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের কাঠামোর বর্তমান। বিবিধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সমাবেশ এখানেও লক্ষ্য করা যায়। গম্বুজাকৃতি দোলমটিও খুবই দৃষ্টিনন্দন।

আঁটপুরের টেরাকেরাটা শিল্পসমৃদ্ধ মন্দিরগুলি ও চণ্ডীমণ্ডপটি বিশ্বমানবতারমর্মবাণীর বাহক হয়ে সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন করছে। বিশেষতঃ রাধাগোবিন্দ ডিউর মন্দিরটি যেন টেরাকোটার লেখা এক মহাকাব্য।

তিন

কত না মহামানবের পদধূলিতে ধন্য আঁটপুরের মাটি। গদাধর চট্টোপাধ্যায় তখনও রামকৃষ্ণ পরমহংস হননি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এখানে এসেছিলেন। এই পূণ্যভূমিতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাবুরাম ঘোষ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, রামকৃষ্ণ সংঘের সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হন।

বিধবা বিবাদের প্রবক্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এখানে এসেছিলেন সঙ্গে মদনমোহন তর্কলঙ্কারকে নিয়ে। সেখানকার পণ্ডিত সমাজের মতামত জানতে বিধবা বিবাহ সন্ধন্ধে। সেদিনের আঁটপুরের পণ্ডিত সমাজ বিধবা বিবাহের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মাত্র ২৩ বছর বয়সে এখানে এসেছিলেন। এখানে অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত একটি পুকুরে সাঁতারকাটতেন এখনও তার অস্তিত্ব আছে, নরেন্দ্র সরোবর নামে। আঁটপুরে এলে এই সরোবরটি দেখতে পাবেন।

রানি রাসমণিও এখানে এসেছিলেন। মা সারদা দু-দু'বার এখানে এসেছিলেন। প্রথমবার ৫ ফাল্গুন, ১৮৮৯ সালে। দ্বিতীয়বার ১৮৯৪ সালে বেলুড় থেকে আসেন। দুর্গাপূজার সময়। এক সপ্তাহ পর গরুর গাড়ি করে কামারপুকুর রওনা হন, তারকেশ্বর হয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দু'বার আসেন—জানুয়ারি ১৮৮৭ এবং ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ সালে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের একান্ত অনুগত শিষ্য লাটু মহারাজ তাঁর নির্দেশে এখানে আসেন ওএ কয়েকদিন অতিবাহিত করে যান।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ আগস্ট ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মহাসমাধি হয়। ওই বছরই ২৪ ডিমেস্বর স্বামী বিবেকান্দ সহ রামকৃষ্ণ দেবের মোট ৯ জন শিষ্য ধুনি জ্বালিয়ে জ্বলন্ড অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রেখে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং মানব জাতির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবেরশিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ, যিনি পূর্বজীবনে বাবুরাম ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন,তাঁরই জন্মভিটায় 'রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ, যিনি পূর্বজীবনে বাবুরাম ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরই জন্মভিটায় 'রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গড়ে ওঠে। এই আশ্রমের মধ্যেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত 'ধুনিমণ্ডপিটি।

এতজন ত্বহান পুরুস্রে পাদস্পর্শে ধন্য আঁটপুরের মাটি। এঁদের মধ্যে কেউ ভাগবত সাগর, কেউ বা দয়ার সাগর কেউ বা বিদ্যাসাগর। আবার ভক্তিসাগর, দানসাগর বা করুণার সাগর কেউ কেই। এহেন সাগরের বিভিন্ন ধারার মিলনক্ষেত্রকে 'মহামানবের সাগর তীর' ছাড়া আর কিই বা আখ্যা দেওয়া যায়।

যাঁদের চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছে আঁটপুরের মাটি, তাঁদের স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচশত বছরের একটি প্রাচীন বকুল গাছ, যার সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে গাছটির বেদীতে লিখিত ফলক থেকে। কীভাবে যাবেনঃ ট্রেন হাওড়া রহিপাল শাখার হরিপাল স্টেশনে নেমে বাসে বা ট্রেকারে ৮কিমি দূরত্বে আঁটপুর যাওয়া যায়। বাসও যাচ্ছে আঁটপুর, সেপ্ল্যানেড ও হাওড়া থেকে। নিজের গাড়ি বা ভাড়া গাড়িতে আঁটপুর যাওয়া যায় তারকেশ্বর হয়ে। সেক্ষেত্রেদূরত্ব পড়বে ৭০ কিমি। কোথায় থাকবেনঃ সকালে গিয়ে বিকেলেই ফিরে আসা যায় আঁটপুর থেকে। কাজেই রাত্রিবাসের কোনও প্রয়োজন নেই। হোত প্রয়োজন পড়লে, তারকেশ্বরের কোনও হোটেলে থাকতে পারেন। আঁটপুর থেকে দূরত্ব মাত্র ২০ কিমি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

।। অশোক সেনগুপ্ত।।

"মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও,
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও,
মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।
তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে,
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে।
মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও,
এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও,
মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।"
শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

শহর জুড়ে কেবলই করোনার আতঙ্ক। কমছে শরীরে অক্সিজেনের মাত্র, বাড়ছে চাহিদা। প্রাণ কাড়লেও শিখিয়েছে পরস্পরের পাশে থাকতে। আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আড়ালে থাকা বহু মানুষ। সময় জানিয়ে দেয় মানুষের কাহিনি। এমন কিছু গল্প, যা সাধারণের মধ্যে থেকেও অসাধারণ। আবার বাস্তব হয়েও রূপকথাকে অনায়াসে হার মানিয়ে দেয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিই চিনিয়ে দেয় প্রকৃত বন্ধুকে। অচেনা মানুষও হয়ে ওঠেন একান্ত আপন। দিন দুই আগে ফেসবুকে রেড ভলান্টিয়ার গ্রুপে একটি পোস্ট করেন মনোজিৎ দাস। নমস্কারের দুটো চিহ্ন-সহ এক আবেদন "আমার বাড়িতে আমরা সবাই করোনা পজিটিভ। আমার ৯ বছরের মেয়ে নেগেটিভ। ওকে কি অন্য জায়গায় পাঠানো যেতে পারে? একটু জানাবেন।" জবাবে সুচরিতা ধর লেখেন, "আপনার বাড়ি কোথায়? আমরা ডানলপে থাকি। বাড়িতে আমি আর আমার স্বামী (৭৪)। যদি মনে হয় আমার বাড়িতে রাখতে পারি। আমিও দুই মেয়ের মা। তিন নাতির দিদা।" এভাবেই মানুষ আপন হয়ে ওঠেন স্বার্থের কথা না ভেবে। শতাধিক লাইক পেয়েছেন সুচরিতা। "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,

বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া " ১৯১৪-র ৪ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে বসে কবি লিখেছিলেন এই গান। ভাষা বুঝি সত্যি চিরকালের!

আজ মন ভরে গেল দীর্ঘদিনের প্রাক্তন সহকর্মী তপন দাসের একটি ফেসবুক-লেখায় "এদের কথা কেউ জানতেও পারেনা। নিভৃতে নিঃশব্দে কাজ করে অন্তত একজন পঁয়ত্রিশ বছরের কোভিড রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে দিলেন ডানলপের সাগ্নিক। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ওই মহিলাকে প্রথমে বাড়িতে অক্সিজেন লেভেল কি করে বাড়াতে হবে সকাল থেকে বাড়িতে ঘন্টা ঘন্টায় বুঝিয়ে দেন উপুর হয়ে শুয়ে পায়ের নিচে চিবুকের নিচে ও বুকের কাছে বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়তে বলেন ভিডিও কলের মাধ্যমে। প্রায় আশির কাছে নেমে যায় অক্সিজেন লেভেল। বার বার ফোন করে ওই ব্যবস্থা করতে বললেও উনি পারছিলেন না। বাড়িতে উনি একা, সাগ্নিক তাঁকে জোর করে করতেই হবে বলে হুমকি দিতে থাকেন। শেষে বিকালে সেই লেভেল উঠে পঁচানব্বই। এর মধ্য রেড ভলেন্টিয়ারদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। এই কয়েকদিনের মধ্যেই সাগ্নিক স্কুল বন্ধুদের একটা স্কোয়াড গড়ে তোলে। রেড ভলেন্টিয়ারদের সাহায্যে পৌরসভার অধীন রাজারহাটের কাছে এক হাসপাতালে ভর্তি করাতে সমর্থ হয়। সাগ্নিক বলেন একা থাকা মহিলা বেঁচে গেলেন এক হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে। এর মধ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে খাবার জোগাড় করে বন্ধুরা মিলে যাঁরা বাড়িতে রান্না করতে পারছেন না বাড়ির তিন জনই পেশেন্ট তাদের বাড়িতে তৈরী করা খাবার পৌছে দিচ্ছে এই ক'জন ছেলে। তিনজন বাকি বন্ধু অবস্থাপন্ন, সাথে সাগ্নিক। গত দশ তারিখ থেকে মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেছে। জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের মা বাবা অভিভাবক কী বলছেন। আমাদের সকলে মা বাবাদের আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তাঁরাই বলেছেন, মনে রাখিস বিবেকানন্দর কথা। সাগ্নিক বলল, আমাদের ভগবান তো তিনি। ছোট বেলায় এক বন্ধুর ক্রিকেট বল লেগে হাসপাতালে তিনদিন হাসপাতালেই ছিলাম বন্ধুকে বাঁচাতে। আর তাকে বাঁচাতে পেরে মনে রোগ চেপে গিয়েছিল। মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবায় হবে আমাদের ধর্ম। ডানলপের বহু মানুষের আশীর্বাদ আছে কাকু তা না হলে এই ভয়ঙ্কর সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে থাকতাম কি করে। কোভিড রোগীকে আম্বুলেন্সে করে স্বাস্থ্যভবনের সাথে যোগাযোগ রেখে আমরা বাঁচিয়ে তুলবোই এটাই আমাদের অঙ্গীকার।" লেখার সঙ্গে তপনদার উপহার ছিল সাগ্নিকের ছবি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনই দৈনিক সংক্রমণ বা মৃত্যুর সংখ্যায় রেকর্ড গড়ছে দেশ। লাগাম টানা যাচ্ছে না রাজ্যেও। কার্যত লকডাউনের পথে হেঁটেছে বাংলা। এরই মধ্যে আক্রান্তদের হাহাকার। হাসপাতালে মিলছে না বেড, অক্সিজেন, রক্ত সব নিয়েই চারিদিকে চলছে কালোবাজারি। কারও ছেলে-মেয়ে বিদেশে থাকেন, কেউ সঙ্গীকে হারিয়ে বড্ড একলা, কেউ আবার বয়সের ভারে ক্লান্ত। এর মধ্যেই আবার করোনার কোপে কাহিল। বাজার করা তো দূর অস্ত, খুন্তি নাড়িয়ে রান্না পর্যন্ত করার শক্তি নেই। এমনই এক অবস্থায় অনেকের আপনজন শ্রাবস্তী ঘোষ, তাঁর মা-বাবা এবং বন্ধুরা। অতিমারীর এই কঠিন সময়ে রোগীদের দুয়ারে দুয়ারে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা, বিনামূল্যে। করোনাকালে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অক্সিজেন, বেড, ওষুধের খবর দিচ্ছেন। কেউ কেউ তা সরবরাহও করছেন। কিন্তু যে মানুষগুলি ঘরে বন্দিদশায় জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁদের কী হবে? এই প্রশ্নই জেগেছিল শ্রাবস্তীর মনে। তাঁদের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন বেসরকারি সংস্থার চাকুরিজীবী তথা নাট্যকর্মী। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। হাতের মুঠোয় সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। সেখানেই ফোন নম্বর লিখে দেন, "কারও এই অসম পরিস্থিতিতে খাবার লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন।" শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। ২৮ এপ্রিল থেকে অসহায় মানুষের কাছে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন শ্রাবন্তী। বাগবাজারের এই বাসিন্দা জানান, প্রথমে তাঁর বাবা সুবীর ঘোষ বাজার করে দিতেন। আর সরকারি চাকুরে মা (অজন্তা ঘোষ) অফিস যাওয়ার আগে রান্না সেরে ফেলতেন। বাকি কাজ করতে শ্রাবস্তী এবং তাঁর বন্ধু অনির্বাণ শিকদার, শান্তদেব দত্ত, সৌম্য ভট্টাচার্য। কখনও হাতিবাগান, কখনও উলটোডাঙা, কখনও আবার দমদম- উত্তর কলকাতার নানা জায়গায় খাবার পৌঁছে দেন তাঁরা। ভাত, ডালের সঙ্গে মাছ, মাংস কিংবা ডিম। যেদিন যেমন পাওয়া যায়, তেমন হয় রান্না। এখন দিনে অন্তত ৪০ থেকে ৫০ জনের খাবারের অর্ডার পান শ্রাবস্তী। এখন অনেক দায়িত্ব বন্ধুরাই সামলে দেন। শ্রাবস্তীদের এই উদ্যোগের সঙ্গী হয়েছিলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকারও। ছয় পরিবারকে খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে প্রবলভাবে সক্রিয় দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা প্রহেলি ধরচৌধুরী। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, যখন লকডাউন ঘোষণা হল, তখন ফেসবুক আর হয়াটস্যাপে শুধু সেই আলোচনা। লকডাউনের পক্ষে বিপক্ষে নানা আলাপ আলোচনা ও মতামত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে সমস্যাটা আমার চোখে পড়ল, সেটা হল অনেকেই জানতে চাইছেন এই লকডাউনে ট্যাক্সি, অটো বন্ধ থাকলে কিভাবে ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া যাবে, অসুস্থ হলে কিভাবে পেশেন্টকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে? কারণ এই পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা মাঝে মাঝে প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে জানলাম আমার এক সহকর্মী সুদেষ্ণা সেনগুপ্তর মা ঢাকুরিয়া এ. এম.আর.আই তে ভর্তি আছেন এবং আগামীকাল তাঁকে ছুটি দেওয়া হবে। সুদেষ্ণার স্বামী প্রসেনজিৎবাবু দিল্লিতে কর্মরত। ছোট বাচ্চাও আছে। এমন অবস্থায় কি করে মা- কে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আনা যাবে? প্রায় একইরকম সমস্যার কথা ফেসবুক জানিয়েছেন কৃষ্ণকলি তিথিকা ব্যানার্জি।

গত মার্চ মাসে আমরা একটি গাড়ি কিনি। সেই মুহূর্তে ঠিক করলাম এই একটি গাড়িকেই সম্বল করে যতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, দাঁড়াব। কিন্তু আমি নিজে গাড়ি চালাতে জানি না। কী করা যায়? ঠিক করলাম, ড্রাইভিং সেন্টার থেকে ড্রাইভার ভাড়া করে হলেও এই কাজটা আমি করবো। একটা ছোট্ট মেসেজ করলাম পরিচিত হয়াটস্যাপ আর ফেসবুকের কয়েকজনকে, মূলত যারা এই ধরনের ইমার্জেন্সী রিকোয়ারমেন্ট পোস্ট করেছেন... বললাম 'এই লকডাউনে কারো যদি গাড়ি লাগে জরুরি কাজে, আমার গাড়িটি তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যদি নিজে গাড়ি চালাতে পারেন ভালো, নাহলে সেন্টার থেকে ড্রাইভারের ব্যবস্থাও আমি করে দেবো। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেবে কে? উত্তরে বলি, আমার এই কাজের ফাইন্যান্সের আমি ও আমার স্বামী ডাক্তার সুমন মেয়ুর। তাই পয়সার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ দিতে চাইলে দেবেন, না - হলে না দেবেন। এবং দিলেও কতটা দেবেন, সেটাও তার নিজের ওপর। আমি কখনোই কোনো টাকার কথা বলব না।এভাবেই আপাতত চালাতে পারছি। বিষয়টা আরো বড় হলে অবশ্য এই আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায় চালাতে পারব কিনা জানিনা। কিন্তু যতদিন আমার সাধ্য আছে, বিষয়টি এভাবেই করতে চাই। এভাবেই সুদেষ্ণার মা, আলিয়া ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর - সবাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আজ সৌরভ নামে একজন ফোন করেছেন। অবাক লাগে, তাকে আমি চিনিনা, থাকেন উত্তর কলকাতায়। দুই ব্যক্তির সাহায্য লাগবে জানালেন। বজবজ ও যাদবপুরে। মাত্র সাতদিনের মধ্যে এই যে অজানা ব্যক্তিরাও যোগাযোগ করছেন, তাদের পাশে দাঁড়াতে পারছি, এই আমার পরম প্রাপ্তি। অনেকেই বলেছেন, এভাবে গাড়ি অপরিচিতদের হতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কোথাও কখনো রাস্তায় কোনো ঘটনা ঘটলে, গাড়ি যেহেতু আমার, দায় আমার হয়ে যাবে। তাদের আমি একটাই কথা বলি, এই দুর্দিনে মানুষের জন্য করব অথচ লড়ব না, তা কি হয়?"

সামাজিক মাধ্যমে অনেকে দিনরাত চেষ্টা করছেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে। বাঙ্গালুরুর আইটি কর্মী দীপাঞ্জন মল্লিকও (দীপ) যতটা পারছেন সহযোগিতার চেষ্টা করছেন দুর্গতদের। দেবযানী চৌবে। পেশায় সাংবাদিক। প্রতিদিন সর্বক্ষণ চেষ্টা করছেন অসুস্থদের সহায়তায়। শুক্রবার দিনের প্রথমার্দ্ধেই ফেসবুকে তাঁর ৩-৪টি পোস্ট। কলকাতা থেকেই কখনও তিনি আর্জি জানাচ্ছেন হাদরাবাদের এক অসুস্থের পাশে কাউকে দাঁড়াতে। তিনি করোনায় আক্রান্ত, একাই থাকেন। কখনও হাতিবাগান-শ্যামবাজার এলাকায় অসুস্থ একজন ফোন ধরছেন না। চিন্তিত দেবযানী বেছে নিয়েছেন রেড ভল্যান্টিয়ারদের। সংগঠনের স্থানীয় কোনও স্বেচ্ছাসেবী যদি খোঁজটা দিতে পারেন। হাজরায় একটি পরিবারের সকলে করোনায় আক্রান্ত। দ্রুত অক্সিজেন চাই। মুস্কিল আসানের পর লিখেও দিয়েছেন সেটা। পিপিই কিট-সহ প্রয়োজনীয় নানা জিনিস দিয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করছেন। লিখেছেন, "কেউ খাবে কেউ খাবেনা, তা হবেনা তা হবেনা। জানাচ্ছি সব।" অতিমারির অনিশ্চয়তায় এভাবেই মানুষের ভাঙাচোরা মুখের ভিড়ে মিশে কাজ করে যাচ্ছেন সুচরিতা, সাগ্নিক, শ্রাবস্তী, প্রহেলি, অনির্বাণ, শান্তদেব, সৌম্য, দেবযানীরা। নানা পেশার, নানা বয়সের মানুষ। লক্ষ্য এক জীবন জীবনের জন্য।হিন্দুস্থান সমাচার/

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নারদকান্ডে ধৃত ৩ নেতা-মন্ত্রীর বাড়ি ফেরা এখনও অনিশ্চিত

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : শুক্রবার নারদ মামলার শুনানির পর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৪ নেতা-মন্ত্রীকে গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিম বাড়িতে ফিরলেও এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্য ৩ নেতা-মন্ত্রী কবে বাড়ি ফিরবেন, তা নিয়ে সন্ধ্যার পরেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। নারদ মামলায় অভিযুক্ত চার নেতা-মন্ত্রীর জামিনের আবেদন নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দুই বিচারপতির মতভেদের কারণে আপাতত চার জনকেই গৃহবন্দি রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ফিরহাদ জেলে থাকলেও বাকি তিন ওজনদার ছিলেন এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে। ফিরহাদ শর্তসাপেক্ষে বাড়ি গিয়েছেন। বাকিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মতামতের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র এবং প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেছেন এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বাড়ি ফেরার বিষয়টি সেই বোর্ডের মতামতের উপরেই নির্ভর করছে।

এসএসকেএম সূত্রের খবর, সেই বোর্ড ৩ নেতা-মন্ত্রীকে আপাতত হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এসএসকেএম হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ড জানিয়েছে, ৩ নেতার কিছু না কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে। বয়সও হয়েছে তিন জনেরই। এর মধ্যে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে নেবুলাইজার দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক মদন মিত্র 'সিওপিডি'-র রোগী। কিছুদিন আগেই করোনা মুক্ত হয়েছেন। তবে করোনা পরবর্তী বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা এখনও রয়েছে তাঁর। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বুকে ব্যাথার সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে লিভারের সমস্যা। এমনকি রক্তে শর্করার পরিমাণও অনেকটাই বেশি রাজনৈতিক নেতার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রশাসনের উদ্যোগে কাছাড় ও হাইলাকান্দিতে পালিত সন্ত্রাস-বিরোধী দিবস

শিলচর (অসম), ২১ মে (হি.স.) : কাছাড় ও হাইলাকান্দি, উভয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ শুক্রবার সন্ত্রাস বিরোধী দিবস পালন করা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে উভয় জেলাশাসকের কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীরা সন্ত্রাসবাদকে ধিক্কার জানিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি মজবুত করার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেন।

শিলচরে কাছাড় জেলাশাসকের কার্যালয়ে কোভিড বিধি মেনে আধিকারিক ও কর্মচারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান অতিরিক্ত জেলাশাসক যুবকৃষ্ণ রাজবংশী। এদিকে হাইলাকান্দিতে আধিকারিক ও কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে শপথ বাক্য পাঠ করেছেন, জানানো হয়েছে সরকারিভাবে।

সংক্রমণ কমে ৩,০০৯, দিল্লিতে ২৫২ বেড়ে কোভিডে মৃত্যু ২২,৮৩১ জনের

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার সংক্রমণ আরও কমল, তবে আগের দিনের তুলনায় একটু বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ২৫২ জনের, আগের দিন মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৩৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০০৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৯৫৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ৮৩১ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৪৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭,২৮৮ জন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ৬৮৩ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ৪.৭৬ শতাংশ।

১৬ জুলাই থেকে খুলছে আইফেল টাওয়ার, প্রতিদিন ১০ হাজার দর্শককে প্রবেশের অনুমতি

প্যারিস, ২১ মে (হি. স.) : করোনার দাপটে দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ থাকার পর খুলছে বিশ্বের পর্যটকদের অন্যতম দর্শনীয় স্থান প্যারিসের আইফেল টাওয়ার। আগামী ১৬ জুলাই থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। তবে প্রতিদিন মাত্র ১০ হাজার দর্শককে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। আগামী ১ জুন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং শুরু হবে। আইফেল টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা 'সেতা'র চেয়ারম্যান জিয়ান মার্টিনস জানিয়েছেন,'আগামী ১৬ জুলাই থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিদিন ১০ হাজার জনকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। টাওয়ারের যে অংশে সংস্কার ও নির্মাণ কাজ চলছে সেই সব স্থান ছাড়া অন্যত্র প্রবেশের সুযোগ থাকবে।' প্রসঙ্গত, গত বছর ফ্রান্সে করোনাভাইরাসের প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়ার পরেই লকডাউনের কারণে তিন মাসের জন্য দর্শকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আইফেল টাওয়ারের দরজা। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরেই খুলে দেওয়া হয় বিখ্যাত স্থাপনার দরজা। চলতি বছরে ফের করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের বন্ধ করে দেওয়া হয় আইফেল টাওয়ারের দরজা। এরপর দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ থাকার পর আগামী ১৬ জুলাই থেকে ফের খুলছে আইফেল টাওয়ার।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

৮৩-হাজারের ঊর্ধ্বে সংক্রমণ, ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ২,৫২৭ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ২১ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ফের অনেকটাই বাড়ল করোনা-সংক্রমণ। মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও ২ হাজার ৫২৭ জনের প্রাণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩,৩৬৭ জন, এই সময়েই মৃত্যু হয়েছে ২,৫২৭ জনের। আগের দিনের তুলনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু-উভয়ই বেড়েছে ব্রাজিলে।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ২, ৫২৭ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৯১ জনের। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৩,৩৬৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৫, ৮৯৮,৫৫৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৩৮৫,৯৬২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৬৮,২০৫ জন।

ক্রমেই ঊর্ধমুখী সংক্রমণের হার ! আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু ৬৫৯ জনের

ওয়াশিংটন, ২১ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৬৫৯ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনার সংক্রমণ, আমেরিকায় বৃহস্পতিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,২১৪ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৮৩৩,১৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৫৯ জনের, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬৫৯ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০২ হাজার ৬১৬ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ২১৪ জন, আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৮৩৩,১৮১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,৩৫৮,৬৫১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৫৯ জনের। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৯১৪ জন।

শুক্রবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

অসম বিধানসভায় নবনির্বাচিত ১২৫ সদস্যের শপথ, বরাকের প্রায় সবাই বাংলা, সোনাইয়ের করিমউদ্দিন সহ অন্য পাঁচ বিধায়ক সংস্কৃতে

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : অসম বিধানসভায় নবনির্বাচিত ১২৬ সদস্যের মধ্যে ১২৫ জন আজ শুক্রবার বিধায়ক পদে শপথ নিয়েছেন। তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রোটেম স্পিকার ফণীভূষণ চৌধুরী। আজ থেকে রাজ্যের পঞ্চদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশন চলবে তিনদিন। সকাল নয়টার আগেই এক এক করে প্রায় সব বিধায়ক বিধানসভা চত্বরে এসে জড়ো হতে থাকেন। প্রোটেম স্পিকার ফণীভূষণ চৌধুরী প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী তথা জালুকবাড়ির বিধায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে শপথ পাঠ করিয়েছেন। এর পর এক এক করে যথাক্রমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মাজুলির বিধায়ক সর্বানন্দ সনোয়াল, বিগত বিধানসভার স্পিকার তথা যোরহাটের বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী শপথবাক্য পাঠ করেছেন। জেলবন্দি কৃষক নেতা তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈও আজ বিধানসভার সদস্য পদে শপয গ্রহণ করেছেন। বিধানসভায় আজকের শপথগ্রহণে অংশগ্রহণ করতে একদিনের জন্য অনুমতি দিয়েছিল এনআইএ আদালত।

এদিকে বিধানসভায় আজ তিন সদস্য সংস্কৃতে শপথবাক্য পাঠ করেছেন। তাঁরা যথাক্রমে কাছাড় জেলার সোনাই আসনের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভুইয়াঁ, ডিফুর বিধায়ক বিদ্যাসিং ইংলেং, হাজোর বিধায়ক সুমন হরিপ্রিয়া, নলবাড়ির বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বরুয়া এবং বিহপুরিয়ার বিধায়ক অমিয় কুমার ভুইয়াঁ। তবে বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই ছাড়া অন্য সব বিধায়ক বাংলা ভাষায় শপথ নিয়েছেন। কৌশিক শপথ পাঠ করেছেন হিন্দি ভাষায়। তাছাড়া পানেরির বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমারি শপথবাক্য পাঠ করেছেন বড়ো ভাষায়। আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন যমুনামুখের এআইইউডিএফ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমল। ফলে এদিন ১২৬-এর মধ্যে ১২৫ জন বিধায়কের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

করোনায় স্বজন হারানোদের পাশে দাঁড়িয়ে এবার শ্মশান তৈরি করছেন দেব

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ফের ত্রাতা হয়ে উঠেছেন অভিনেতা-সাংসদ দেব। একদিকে কোভিড রোগীদের জন্য বিনামূল্যে নিজের রেস্তরাঁ থেকে খাবার বিতরণ করছেন, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করে চলেছেন। এমন পরিস্থিতিতেই এবার নতুন উদ্যোগ নিলেন ঘাটালের সাংসদ।

এবার করোনায় মৃতদের দেহ সৎকারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তিনি। নিজের লোকসভা কেন্দ্র ঘাটালের লোকালয় থেকে দূরে শ্মশান তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে দেবের উদ্যোগে। যেখানে সুরক্ষাবিধি মেনে করোনায় মৃতদের দেহ সৎকার করা যাবে।

ঘাটালের বেশিরভাগ শ্মশান লোকালয়ের মধ্যে। তাই করোনায় মৃতদের দেহ সৎকারে অসুবিধা হচ্ছে বলে অভিযোগ ছিল অনেকের। অভিযোগ পেয়েই তৎপর হন সাংসদ দেব। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেন লোকালয়ের বাইরে কোনও সুরক্ষিত স্থানে করোনায় মৃতদের সৎকারে জন্য শ্মশান তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শ্মশান তৈরির অনুমতি চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়েও যান। কাজ শুরু করে দেন তারকা সাংসদ।

অভিনেতা-সাংসদ জানান, বিষয়টি শুনতে এবং ভাবতে খারাপ লাগলেও এটা একটা বাস্তব সমস্যা। তাই মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি পেয়েই কাজ শুরু করে দেন তিনি। ঘাটালের লোকালয়ের বাইরের এই শ্মশানে শুধুমাত্র করোনায় মৃতদের দেহই সৎকার করা হবে।

করোনা মোকাবিলার জন্য ঘাটালে ইতিমধ্যেই সেফ হোম তৈরি করেছেন দেব। নিজের ডেবরার অফিসটিকে আইসোলেশন সেন্টারে রূপান্তরিত করেছেন। চালু করেছেন বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। কমিউনিটি কিচেন শুরু করেছেন। আবার ঘাটালের করোনা রোগীদের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছেন। কলকাতায় নিজের টলি টেলস রেস্তরাঁ থেকেও করোনা রোগীদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করছেন দেব। গত বছর থেকেই করোনা মোকাবিলায় সক্রিয় তিনি। মার্চে যখন করোনার প্রকোপ শুরু হয়েছিল বহু পরিযায়ী শ্রমিককে ঘরে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তারকা সাংসদ।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে দেব লিখেছেন, "আমি আমার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের ডেবরার অফিসটিকে এ বছর আবার আইসোলেশন সেন্টার করে দিয়েছি। তার পাশাপাশি আমরা অ্যাম্বুল্যান্স, ওষুধ, অক্সিজেন এবং খাবারও সরবরাহ করছি।" ছবির মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বরও দিয়েছেন দেব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভোটপ্রচারে মিঠুনের উসকানিমূলক মন্তব্যের মামলায় রিপোর্ট তলব আদালতের

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : রাজ্যে ভোটপ্রচারে এসে উসকানিমূলক মন্তব্য দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি মামলা দায়ের হয়েছিল মানিকতলা থানায়। সেই মামলার শুনানিতেই এবার পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করল শিয়ালদহ-র এসিজেএম আদালত। আগামী ১ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

মন্তব্য, পালটা মন্তব্যে সরগরম ছিল একুশের ভোট। প্রচারের মাইক হাতে পেয়ে অনেকেই সুর চড়িয়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন না বিজেপিতে যোগ দেওয়া মিঠুন চক্রবর্তীও। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীদের উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রচার করেছেন। কিন্তু সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল, "আমি জলঢোঁড়াও নই, বেলেবোড়াও নই। আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি।"

পরে আবার শীতলকুচির ঘটনায় নাম না করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই (নিশানা করে বলেছিলেন, "ওখানে (শীতলকুচিতে) যা ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক। মৃতদের প্রণাম জানাই। কিন্তু কেন এই সব উসকানি দিয়ে চার জন মায়ের কোল খালি করে দেওয়া হল?" যদিও ভোটগণনার পর আর দেখা পাওয়া যায়নি মিঠুনের।

পরবর্তীতে ৬ মে মানিকতলায় থানায় মিঠুন চক্রবর্তী, বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নামে মামলা দায়ের হয়। বাংলা সিটিজেন্স ফোরামের পক্ষ থেকে মামলা করেন মৃত্যুঞ্জয় পাল। তাতে বলা হয়, ভোট প্রচারে মিঠুন চক্রবর্তীর এই বক্তব্যগুলি সাধারণ সিনেমার সংলাপ নয়। এই ধরনের বক্তব্য সন্ত্রাস এবং উত্তেজনায় প্ররোচনায় ছড়ায়। ফলে কোথাও সন্ত্রাস হলে তাঁর দায় মিঠুনেরও। তাঁদেরও গ্রেফতার করা হোক।

সেই মামলায় এদিন বিচারক পুলিশের রিপোর্ট তলব করেন। পুলিশ এফআইআর করেছে কি না জানতে চান। পুলিশকে যথাযথ তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১ জুন। তার মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশকে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঋষিকেশ এইমস-এ প্রয়াত সুন্দরলাল বহুগুণা, ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী

ঋষিকেশ, ২১ মে (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রাণ। প্রয়াত হলেন চিপকো আন্দোলনের প্রধান মুখ সুন্দরলাল বহুগুণা। শুক্রবার দুপুরে উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারতের অন্যতম পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা। ঋষিকেশ এইমস-এ করোনা-সহ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা চলছিল ৯৪ বছর বয়সী সুন্দরলালের। গত ৮ মে তিনি করোনা সংক্রমিত অবস্থায় এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন। ঋষিকেশ এইমস-এর ডিরেক্টর রবিকান্ত জানিয়েছেন, 'শুক্রবার দুপুর ১২.০৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সুন্দরলাল বহুগুণা।' বিশিষ্ট এই পরিবেশবিদ রেখে গেলেন স্ত্রী বিমলা, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে। উত্তরাখণ্ডের তেহরি জেলায় ৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। ১৯৭০ সালের চিপকো আন্দোলনের প্রধান মুখ তিনিই। পদ্মবিভূষণ-সহ বহু সম্মানে সম্মানিত ছিলেন তিনি। তেহরি বাঁধ নির্মাণেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ৮৪-দিনের জন্য তিনি অনশন করেছিলেন।

সুন্দরলাল বহুগুণার প্রয়াণে দুঃখিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তীরথ সিং রাওয়াতও। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'সুন্দরলাল বহুগুণার জীবনাবসান দেশের জন্য অনেক বড় ক্ষতি। তাঁর সরলতা এবং মমত্ববোধ কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।' দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তীরথ সিং রাওয়াতও। মুখ্যমন্ত্রী রাওয়াত জানিয়েছেন , "পাহাড়, জল, জঙ্গল, আর জমির পরিবেশকে যিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন, মানুষকে নিজেদের অধিকার পাইয়ে দেওয়া শ্রী বহুগুণার প্রয়াস চির স্মরণীয় থাকবে, তাঁকে সকলেই মনে রাখবে।' মুখ্যমন্ত্রী তীরথ সিং রাওয়াত টুইট করে জানিয়েছেন, "চিপকো আন্দোললেন প্রধান মুখ, বিশ্বে বৃক্ষের বন্ধু হিসেবে প্রসিদ্ধ মহান পরিবেশবিদ পদ্মবিভূষণ শ্রী সুন্দরলাল বহুগুণা জী-র প্রয়াণের পীড়াদায়ক খবর পাওয়া গিয়েছে। এই খবর শুনে মন খুব ব্যথিত। এটা শুধু উত্তরাখণ্ডের জন্যই নয়, সারা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি।'

মুম্বইয়ে ৯৯.৩২ টাকা পেট্রোল, জ্বালানি তেলের দাম আরও মহার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): তেলের চড়া দর রোজই নতুন রেকর্ড গড়ছে দেশে। মূল্যবৃদ্ধিতে একের পর রেকর্ড গড়তে গড়তে আরও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। শুক্রবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৩.১১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৬.৬৪ টাকাঙ রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৩.০৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৩.৮০ টাকা।

কলকাতা ও দিল্লির পাশাপাশি এদিন মুম্বই ও চেন্নাইতেও বেড়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। মুম্বইয়ে ১০০ টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোলের দাম, দাম বাড়ার পর শুক্রবার মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯৯.৩২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯১.০১ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৪.৭১ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৮.৬২ টাকা প্রতি লিটার। দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, প্রতিফলন ঘটছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামে। যা আখেরে করোনায় আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে আমজনতার পকেটের চাপ বাড়াচ্ছে।

পঞ্জাবে ভেঙে পড়ল মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, মৃত্যু পাইলটের

মোগা, ২১ মে (হি.স.): রুটিন প্রশিক্ষণের সময় বড়সড় বিপত্তি! পঞ্জাবের মোগার কাছে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমান। বৃহস্পতিবার গভীর রাত একটা নাগাদ মোগা জেলার বাঘাপুরানার লঙ্গিয়ানা খুরদ গ্রামে ভেঙে পড়ে মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমান। এয়ারক্রাফট মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পাইলট। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি, গুরুতর জখম হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে পাইলটের। মৃত পাইলটের নাম-স্কোয়াড্রন লিডার অভিনব চৌধুরী।

ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওয়েস্টার্ন সেক্টরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বাইসন এয়ারক্রাফট। পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার অভিনব চৌধুরী গুরুতর আহত হন, এই প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত ভারতীয় বায়ুসেনা। বাইসন এয়ারক্রাফট দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রুটিন প্রশিক্ষণের সময় বিমানটি ভেঙে পড়েছে, বায়ুসেনা সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। মিগ-২১ যুদ্ধবিমানের আপগ্রেডেড ভার্সন হল বাইসন।

৩২.৪৪-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, সুস্থতা ৮৭.২৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): ভারতে ৩২.৪৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ মে সারা দিনে ভারতে ২০,৬১,৬৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩২,৪৪, ১৭,৮৭০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৬১,৬৮৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯১ জন।ভারতে লাগাতার কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০১,৯৫৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৭,২৯৫ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৯১,৩৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,২০৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,২৭,১২,৭৩৫ জন (৮৭.২৫ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩০,২৭,৯২৫ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১১.৬৩ শতাংশ)।

বড় সাফল্য মহারাষ্ট্র পুলিশের, গড়চিরৌলিতে নিকেশ ১৩ জন মাওবাদী

গড়চিরৌলি (মহারাষ্ট্র), ২১ মে (হি.স.): নকশাল-দমন অভিযানে বিরাট সাফল্য পেল মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০ ইউনিট। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার এটাপল্লির জঙ্গলে (পায়ডি-কোটমির মাঝে) মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০ ইউনিটের কমান্ডোদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ হয়েছে কমপক্ষে ১৩ জন মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে ১৩ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও মাওবাদীদের কিছু সামগ্রী উদ্ধার করেছেন জওয়ানরা।

নক্সাল রেঞ্জের ডিআইজি সন্দীপ পাটিল জানিয়েছেন, শুক্রবার দিনের আলো ফুটতেই মাওবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টার শুরু হয়। জঙ্গলে মাওবাদীদের উপস্থিত খবর পেয়ে, একদিন আগে থেকেই অভিযান শুরু করেছিলাম আমরা। এখনও পর্যন্ত ১৩ জন মাওবাদীরা দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মাওবাদীদের খোঁজে জোর কদমে তল্লাশি চলছে। সূত্রের খবর, স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি বৈঠক করার চেষ্টা করছিল কাসানসুর দালামের মাওবাদীরা। মাওবাদীরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখাও করেছিল। কিন্তু, শুক্রবার ভোরেই মাওবাদীদের সেই শিবির ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন সি-৬০ ইউনিটের কমান্ডোরা।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, উত্তর প্রদেশে মা ও দুই সন্তানের মৃত্যু

মুজফরনগর, ২১ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুজফরনগর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৩ জন সদস্যের। মৃতরা হলেন-মা মঞ্জু (৩০), ছেলে অক্ষয় (২০) এবং মেয়ে শিতল (২৩)। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুজফরনগরের মিরানপুর থানার অন্তর্গত শিকরেদা গ্রামের কাছে। গাড়ি কে চালাচ্ছিলেন, তা জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, বিজনোর থেকে আসছিল গাড়িটি, দ্রুত গতিতে থাকার কারণে মিরানপুর থানার অন্তর্গত শিকরেদা গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৩ জনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখ, তীব্রতা মাত্র ৪.২

লাদাখ, ২১ মে (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। শুক্রবার বেলায় মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখে। লেহ থেকে ১৩১ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.২। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শুক্রবার বেলা ১১.০২ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখেঙ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৯০ কিলোমিটার গভীরে, লেহ থেকে ১৩১ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ৩৫.২৯ অক্ষাংশ এবং ৭৭.৯৮ দ্রাঘিমাংশ। প্রসঙ্গত, মাঝেমধ্যেই মৃদু থেকে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে লাদাখে। তবে, ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা একবারও ঘটেনি।

শুরু হল রাজ্যের "দুয়ারে রেশন" কর্মসূচি

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল আমজনতা। প্রতিনিয়ত বাড়ছে আক্রান্তর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। তারই মাঝে রাজ্যবাসীর জন্য আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল "দুয়ারে রেশন" কর্মসূচি।

গত কয়েকদিন ধরেই করোনা হানা আকাশ ছুঁয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার থেকে রাজ্য শুরু হয়েছে লকডাউন। আজ লকডাউনের ষষ্ঠ তম দিন। চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। তারই মাঝে শুক্রবার থেকে দুয়ারে রেশনের কাজ শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। যার নাম রাখা হয়েছে পাইলট প্রজেক্ট। "দুয়ারে রেশন" কর্মসূচিতে প্রথম দিনে ১২টি পরিবার পাচ্ছে রেশন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুডি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়--- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা--- জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরের হজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপাটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটিঅ্যাসিড রয়েছে যা লিভার পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

যে সব কথা বারবার শুনলে প্রচন্ড বিরক্ত বিবাহিত মহিলারা

বিয়ের আগে মহিলাদের নানা কথা শুনতে হয়, যেখানেই যাক না কেন সকলের একই প্রশ্ন থাকে, এখনো বিয়ে করছে না কেন, সমস্যা ইত্যাদি। কিন্তু বিয়ের পরও কি মানুষের কথা এবং প্রশ্ন শেষ হয়ে যায়? মোটেই নয়। বরং তখন নতুন নতুন নানা প্রশ্নের সূচনা ঘটে। এবং বিয়ের পরে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন এসকল কথা এবং প্রশ্ন শুনতে শুনতে মহা বিরক্ত হয়ে যান বিবাহিতা মহিলারা। যদিও বিরক্ত থাকলেও মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দিতে পারেন এমন কম মহিলাই আছেন। বিয়ে তো হলো, বাচ্চা নিচ্ছ কবে? বিয়ের আগে মেয়েদের শুনতে হত বিয়ে কবে করছে? বিয়ের পরেও কিন্তু কথা শোনার হাত থেকে একেবারেই নিস্তার নেই। বিয়ের পরে শুনতে হয়, বাচ্চা কবে নিচ্ছে, সন্তানের ব্যাপারে কি ভাবছ? বাচ্চা না নেয়ার আগ পর্যন্ত একই কথা সব খানে শুনতে বিরক্ত হয়ে যান অনেক মহিলারাই। বিয়ের পর অনুভূতি কেমন? বিয়ের পর পরই যার সাথেই দেখা হোক না কেন, পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন সকলের একই প্রশ্ন কেমন লাঘছে বিয়ের করে। সকলের প্রশ্নে বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। হাসিমুখে তাকিয়ে থাকতে হয়। তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে বিয়ের পর ১টি নয় মূলত ৩টি সংসারের দায় দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে যায়, তখন মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরায় একটু হলেও পরিবর্তন আসেই। এটিই স্বাভাবিক। এই নিয়ে কথা বা প্রশ্ন করা পুরোপুরি অবাঞ্ছক। নাম পরিবর্তন করছে না কেন এখনো? কেন নাম পরিবর্তন করাটা কি খুব জরুরি? একজন মেয়ে তার বিয়ের সাথে সাথেই নাম পরিবর্তন করতেই হবে? যদি তার স্বামী শ্বশুরবাড়ি কিছুই না বলেন তারপরও পাড়া প্রতিবেশীর এতো আগ্রহ কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না বিবাহিতাগণ। নিজের ঘর ফ্ল্যাট কিনে ফেলছ না কেন? অনেকেই মনে মনে ভাবেন, জ্বি আপনি টাকাটা পাঠিয়ে দিন, কালকেই কিনে ফেলব। যিনি সংসার চালান তিনিই জানেন তার কতটা কিভাবে সামাল দিতে হয়। শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কথা এবং সেটাকে বড় করে রঙমাখিয়ে উপস্থাপন করবে শ্বশুরবাড়ির মানুষের সামনে। তোমরা কি ঝগড়া করো? পরের ঘরের কথা শুনতে সকলেই এক ধাপ এগিয়ে থাকেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে কিনা তা দিয়ে তারা কি করবেন? আর বুদ্ধিমতী স্ত্রী হলে নিজের ঘরের কথা কখনো বলবেন না তা জেনেও একই প্রশ্ন সবসময়।

করোনা ভাইরাস কী এবং কীভাবে ছড়ায়? গুজব না ছড়িয়ে জানুন সত্যতা

গোটা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। দেরিতে হলেও এই মারক ভাইরাস এবার আক্রমণ শানাচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে অন্তত ২৮ জন রোগী করোনা কামড়ে আক্রান্ত। আরও বহু রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে, করোনার প্রভাব যতটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এর সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই রোগ সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিলই নেই। এতে অকারণে বাড়ছে আতঙ্ক।

দেখে নেওয়া যাক, তেমনই কিছু গুজব এবং তার সত্যতা।১. মুরগির মাংস বা চিকেন থেকে করোনা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্য। চিকেনের মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। মুরগি থেকে বার্ড ফ্লু-র মতো রোগ ছড়ালেও করোনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাই নিশ্চিন্তে চিকেন খান।২. করোনার কোনও চিকিৎসা নেই। এটা বাস্তব যে নোভেল করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা টিকা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তার মানে এই নয় যে, করোনা হলেই প্রাণ যাবে। ডেঙ্গি বা টাইফয়েডের মতো জ্বর হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়, সেই পদ্ধতিতে করোনা রোগীকেও সুস্থ করা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, প্রচুর তরল পদার্থ পান, ফলমূল খাওয়া এবং জ্বর হলে প্যারাসিট্যামল খেয়ে করোনার হাত থেকে বাঁচা যায়। এক্ষেত্রে মানসিক সামর্থ্য প্রয়োজন।৩. করোনা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। পুরোপুরি সত্যি নয়। নোভেল করোনা ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। সংক্রমিত ব্যক্তির নিশ্বাস বা তাঁর সংস্পর্শ থেকে ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির আশেপাশে না গেলেই হল। ৪. মাস্ক পরলে করোনা থেকে দূরে থাকা যায়। এটি একেবারেই সত্যি নয়। আপনি মাস্ক পরলেও সংক্রমিত হতে পারেন। তবে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা মাস্ক পরলে, তাঁদের থেকে অন্যদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ৫. করোনা হলেই মৃত্যু অনিবার্য? উত্তর, একেবারেই নয়। গোটা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে মৃত্যুর সংখ্যা মোটে ৩ হাজারের আশেপাশে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, করোনায় মৃত্যুর হার ২ শতাংশেরও কম। তাই অযথা, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও অর্থ হয় না।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দেশবাসীকে করোনা সম্পর্কে গুজব না ছড়াতে অনুরোধ করেছেন। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের তরফেও পাঠকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন।বিদেশ পেরিয়ে ভারতেও থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত মোট ২৮ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এবার মারণ রোগেও লাগল রাজনীতির রং। দিল্লি হিংসার দিক থেকে নজর ঘোরাতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা নিয়ে অযথা প্রচার শুরু করেছে বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার বুনিয়াদপুরে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করেন তিনি। চিনে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রাণহানির নিরিখে সার্সের চেয়েও ভয়াবহ এই রোগ। চিনে অন্তত সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনা ভাইরাস। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আগেই সন্দেহ করেছিল চিনের পর ভারতেও থাবা বসাতে পারে করোনা। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ইতিমধ্যেই ভারতে ২৮ জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও ঘনবসতির জেরে যেকোনও মুহূর্তে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণের আশঙ্কাও এড়ানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে আতঙ্কের পারদ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খোঁজ নেন সামগ্রিক পরিস্থিতির। টুইট করে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।গুজবের জেরে যাতে দেশজুড়ে অকারণ বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে গোড়া থেকেই রাশ ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কিন্তু এই সতর্কতাকেই ভাল চোখে দেখছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি হিংসাকে ধামাচাপা দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা সংক্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে বলেই অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, “দিল্লি হিংসা নিয়ে নজর ঘোরাতে করোনার গুজব ছড়াচ্ছে। দিল্লিতে করোনায় কেউ আক্রান্ত হননি। অযথা করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।”তবে বুনিয়াদপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। তৈরি রাখতে বলা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড আগেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে শুধু একটিমাত্র হাসপাতালের উপর ভরসা রাখতে চাইছে না রাজ্য। তাই কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্ত হাসপাতালগুলিতেও করোনা মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশবাসী। সংক্রমণ রুখতে নির্দেশিকা জারি করছে কেন্দ্র সরকার। এবার পড়ুয়াদের সতর্ক করতে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দিন কয়েক আগেই এই নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশিকা রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাল শিক্ষা দফতর। ওই নির্দেশিকায় করোনার সংক্রমণ রোধের উপায়ের কথা বলা হয়েছে।জারি হওয়া নির্দেশিকায় কয়েক দফা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে,বারবার হাত ধোয়া।দুজন ব্যক্তির কথা বলার সময় কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা।করমর্দন-চুম্বন এড়িয়ে চলা।জ্বর-সর্দি-কাশি হলে গণপরিবহণে না চড়া।জ্বর-সর্দি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া।হাঁচি-কাশির সময় মুখ, নাক ঢেকে রাখা।এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও সাংবাদিক বৈঠকে একই পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। যাতে গুজব এড়িয়ে পড়ুয়ারা আসল খবর জানতে পারে। একইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরও সতর্ক করতে পারে।

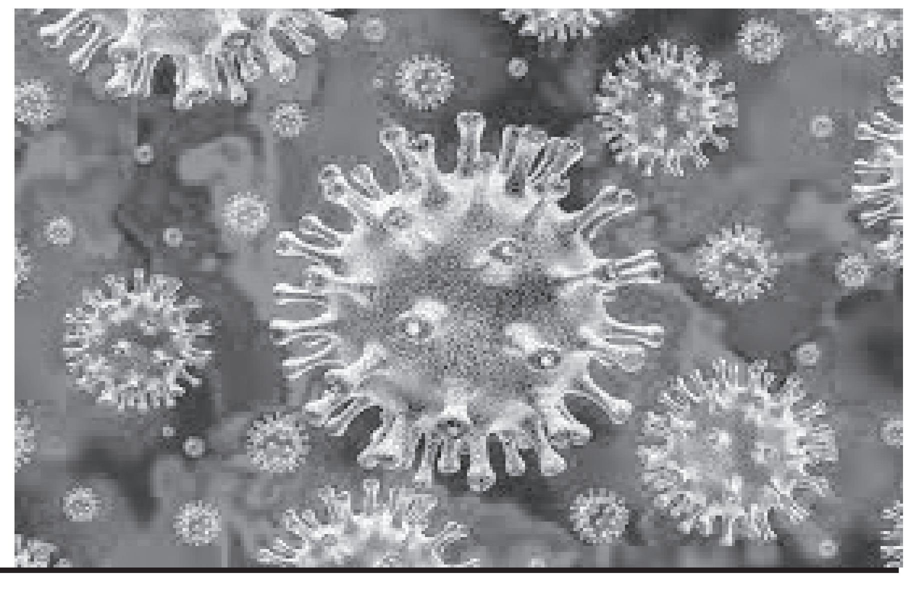

সিআইডি-র শীর্ষপদ থেকে সরানো হল অনুজ শর্মাকে, এলেন জ্ঞানবন্ত সিং

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): শুক্রবার ফের রাজ্য পুলিশে একাধিক পদে রদবদল। বদলি করা হল বেশ কয়েকজন এডিজি পদমর্যাদার অফিসারকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানোর পর সিআইডির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অনুজ শর্মার কাঁধে। এডিজি সিআইডি পদে ছিলেন তিনি। সরানো হচ্ছে তাঁকে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বার সরকার গঠন করেছে তৃণমূল। ভোট মেটার পর রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনিক পদে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। এবার আরও দীর্ঘ হল সেই তালিকা।

নবান্নের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরানো হল এডিজি-আইজিপি, ওয়েলফেয়ার রণবীর কুমারকে। সরানো হচ্ছে আইপিএস ডঃ দেবাশিস রায়কে। এডিজি (টেলিকমিউনিকেশন) নিত্তরঞ্জন রমেশবাবুকে বদলি করা হচ্ছে। এডিডি-আইজিপি (ওয়েলফেয়ার) অর্থাৎ রণবীর কুমারের জায়গায় দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি। এছাড়াও বদলি করা হচ্ছে অজয় মুকুন্দ রানাডে এবং আর শিবকুমারকে। তবে এর পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পাচ্ছেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ সিকিউিরিটি জ্ঞানবন্ত সিং। এই পদের পাশাপাশি সিআইডির এডিজি পদেও নিযুক্ত হলেন তিনি।

ব্যাঙ্ককর্মীদের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রেটি রাজনীতিবিদ থেকে চিকিৎসক-পুলিশ কর্মী ব্যাঙ্ক কর্মী সকলের শরীরেই দানা বাঁধছে করোনা। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে লকডাউন শুরু হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও খোলা রয়েছে ব্যাঙ্ক। আর তাই এবার ব্যাঙ্ককর্মীদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নাজেহাল করছে রাজ্যবাসী তথা শহরবাসীকে। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু মানুষ। আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। তবে, বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের কাজের রত ব্যাঙ্ক কর্মীরা। আর ব্যাঙ্ককর্মীদেরও করোনা যোদ্ধা হিসেবে এবার দেওয়া হবে টিকা। কিছুদিন আগেই ব্যাঙ্ক কর্মী ও অফিসার্স সংগঠনগুলি রাজ্যের কাছে ব্যাঙ্ক কর্মীদের টিকার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। সেই আবেদন সাড়া দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাজ্যে তরফে যে এবার থেকে ব্যাঙ্ককর্মীদেরও টিকাকরণ হবে। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভা ও জেলার পুরভবনগুলিত ব্যাঙ্ককর্মীদের টিকাকরণ করা হবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই ব্যাঙ্ক কর্মীদের টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হতে পারে।

ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭৯৯

হাফলং (অসম), ২১ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ভয়ঙ্কর হারে বৃদ্ধি হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। পাহাড়ি জেলায় এখন শহরেই করোনার সংক্রমণ শুধু বৃদ্ধি হচ্ছে তেমন নয়, সমান তালে গ্রামঞ্চলেও করোনার প্রকোপ বেড়ে চলছে। আর এতে আতঙ্ক বাড়ছে পাহাড়ি জেলায়। কারণ ডিমা হাসাও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামো অত্যন্ত দূর্বল। যার দরুন পাহাড়ি জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমজনতাকে কোভিড প্রটোকল তথা স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নীতি মেনে চলতে লাগাতার আবেদন জানানো হচ্ছে। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তার পরও একাংশ মানুষের মধ্যে করোনা নিয়ে তেমন সচেতনতা নেই। অবাধে ভঙ্গ করে চলছেন সরকারি নিয়ম নীতি। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৯৯ জন। শুক্রবার পাহাড়ি জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ জন। পাহাড়ে সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা ৩১২ জন। বর্তমানে জেলায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৪৫৮-। এর মধ্যে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৩৯২ জন এবং ৬৮ বিছানা যুক্ত হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসা চলছে ৫০ জন রোগীর। ৬ রোগীর চিকিৎসা চলছে জেলার বাইরে। ইতিমধ্যে পাহাড়ি জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে ৬ জনের।

শোভনের জামিন ধরে বাড়িতে মিনি হাসপাতাল তৈরি করতে উদ্যোগী বৈশাখী

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : জামিন পাবেন ধরে নিয়ে নিজের বাড়িকে মিনি হাসপাতাল তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার ৪ নেতা-মন্ত্রীকে গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ দিলেও পরে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করে শুনানি শুরু হয়েছে। সেখানেও গৃহবন্দির রায় মিলতে পারে এমন সম্ভাবনা ধরে নিয়েই বাড়িতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন বৈশাখী। এদিন বিকেল পর্যন্ত বৃহত্তর বেঞ্চ তৈরি নিয়ে আদালতের রায় জানা যায়নি। তবে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআই-এর নজরদারিতে গৃহবন্দি রাখা হতে পারে ধরে নিয়েই বাড়িতে হাসপাতালের মতো পরিষেবার ব্যবস্থা রাখতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন বৈশাখী। তিনি জানিয়েছেন, "শোভনদার চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই অক্সিজেন কনসেন্টেটর কেনার চেষ্টা শুরু করেছি। নেবুলাইজারের ব্যবস্থাও রাখছি। আমি হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা রাখার সব রকম চেষ্টা করব।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের হামলা রোধে অসমে জারি এসওপি

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : অতিমারি করোনা কালে নতুন আতঙ্ক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। ইতিমধ্যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে নয়া চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে দেশবাসীর কাছে আজ আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই মধ্যে দেশের কয়েকটি রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও ভয়াবহ ব্যাদাক ফাঙ্গাসের রোগী ধরা পড়েছেন। গত ১৯ মে অসমেও এক যুবকের ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছেন নগাঁও জেলার ধিং এলাকার বাসিন্দা পলমণি বরা। এরই পরিপ্রক্ষিতে কেন্দ্রের পরামর্শে অসমেও রাজ্য সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারি বলে ঘোষণা করেছে। সে অনুসারে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোধে জারি করেছে এসওপি।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সম্পর্কে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারিকৃত নয়া এসওপি অর্থাৎ নীতি-নির্দেশনাবলি অনুযায়ী ডায়াবেটিস, কিডনি সংস্থাপিত রোগীদের সাবধানতা অবলম্বন করা, ডায়াবেটিস রোগীদের স্টেরয়েড ব্যবহার না করে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া স্টেরয়েড ব্যবহারে উপযুক্ত সময় এবং সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতেও পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এভাবে রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টি ফাংগাল ওষুধ ব্যবহার করতেও সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এছাড়া হোম আইসোলেশনে অবস্থানরত রোগীদের জন্যও পৃথক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের এসওপিতে। বলা হয়েছে চোখ লাল হওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করার পাশাপাশি মুখ ও গালে ব্যথা হলে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে। কেবল তা-ই নয়, নাক থেকে রক্ত এবং দুর্গন্ধ বের হলেও সতর্ক হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এসওপিতে। বলা হয়েছে, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সম্পর্কে জনসাধারণকে কোনও নির্মাণস্থল বা ধূলাময় স্থানে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। সেভাবে মাটি খোদাই করা ইত্যাদির মতো কাজে গেলে ফুল পেন্ট, জোতা, হাতের কবজি পর্যন্ত ঢাকা ফুল শার্ট, গ্লাভস ইত্যাদি পরিধান করার কথাও বলা হয়েছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'লিপোসমেল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি' ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এস ক্রিয়েটিনাইন এবং এস পটাশিয়াম প্রতি ৭২ ঘণ্টায় পর্যবেক্ষণ করতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে যাদের অ্যাম্ফোটেরিসিন বি সহ্য হয় না সেই সব রোগীদের বিকল্প হিসেবে পসোকনেজল ট্যাবলেট প্রথম দিন ৩০০ এমজি দিনে দুবার এবং প্রতিদিন একবার করে ৩ থেকে ৬ মাস খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দশিকায়।

মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া, অপহৃত রিতুল শইকিয়াকে মুক্তি আলফা (স্বা)-এর

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ শুক্রবার সকালে ওএনজিসি-র কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে মুক্তি দিয়েছে আলফা স্বাধীন। নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্তে মন জেলার অন্তর্গত চংচা বস্তিতে রিতুলকে ছেড়ে গেছে আলফা স্বাধীন-এর ক্যাডররা।

গতকাল বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে গিয়ে সচক্ষে তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারের দুরবস্থা একবারের জন্য দেখে যেতে আলফা-স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়াকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানবতার খাতিরে রিতুলের বৃদ্ধ মা-বাব, সদ্যবিবাহিত স্ত্রী ও সন্তান কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা একবার দেখে রিতুল সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রিতুলের ছোট্ট সংসার কীভাবে চলছে ইত্যাদি নানা বিষয়ের বর্ণনা করে তাকে মুক্ত করতে আলফা-প্রধান পরেশের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের কিছুক্ষণের মধ্যেই আলফা-স্বাধীন দু-চারদিনের মধ্যে অপহৃত ওএনজিসির কর্মচারী রিতুলকে মুক্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরেশ বরুয়া। অসমের বেসরকারি একটি টেলিভিশন চেনেলের প্রধান সম্পাদককে ফোন করে পরেশ বরুয়া বলেছিলেন, '২০০ শতাংশ গ্যারান্টি! এক থেকে চারদিনের মধ্যে রিতুল শইকিয়া তাঁর ঘরে ফিরে যাবেন।' কথা রেখেছেন পরেশ বরুয়া। চারদিন নয়, কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রিতুলকে মুক্ত করেছে আলফা স্বাধীন। এর সঙ্গে যবনিকা পড়েছে দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠার। প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে যোরহাট জেলার তিতাবরে বরহোলায় নাগুলগাঁওয়ে অপহৃত রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেদিন তিনি রিতুলের মা, বাবা ও পত্নীদের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই রিতুল শইকিয়াকে উদ্ধার করা হবে। রিতুল এ মুহূর্তে মায়ানমারে আলফা-স্বাধীনের হেফাজতে আছেন। ভালোই আছেন রিতুল। উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল রাতে ওএনজিসি-র কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছিল আলফা-স্বাধীন।

কোভিড : দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র এসইউসিআই (ক) কাছাড়ের

শিলচর (অসম), ২১ মে (হি.স.) : ভয়ঙ্কর কোভিড পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ, ভ্যাকসিনেশন সেন্টার বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কাছাড় জেলা কমিটি।

স্মারকপত্রে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা খুব দরকার। এছাড়া কাছাড় জেলায় টিকাকরণের সেন্টার আরও বৃদ্ধি করা, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দাবি জানানো হয়েছে। আজ শুক্রবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র ই-মেইলে পাঠানো হয়েছে। দলের কাছাড় জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, করোনা সংক্রমণের তীব্রতা কমাতে বর্তমান যে সব নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এর ফলে যাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, বিশেষ করে উপার্জনহীন হয়ে গেছেন তাঁদের পরিবারকে দ্রুত আর্থিক মদত জোগানো সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সরাসরি ক্ষতির সম্মুখীন জনগণকে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। অসমের জনগণের জন্য কেন এখনও কোনও বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি তা স্পষ্ট করতে সরকারকে দাবি জানানো হয়।

স্মারকপত্রে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের বহু কৃষক তাঁদের উৎপাদিত ফসল একদিকে যেমন বিক্রি করতে পারছেন না অন্যদিকে দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, গাড়ি চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন পরিবারের সদস্যদের সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র জনপ্রতি মাসে অতিরিক্ত চাল প্রদান করা হচ্ছে। অথচ তাঁরা অন্যান্য খরচ চালানোর অর্থ জোগাবে কোথা থেকে তা নিয়ে সরকারের কোনও ভাবনা নেই।

এছাড়া টিকাকরণের জন্য কাছাড় জেলায় যে কয়টি সেন্টার রয়েছে তা জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কম। বাসস্থান থেকে সেন্টারের দূরত্ব বহু বেশি হওয়ায় বয়স্ক, শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিরা সেগুলোতে উপস্থিত হতে পারছেন না। পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি বহু লোক অনলাইনে বুকিং করার সুবিধার অভাবে ভোর পাঁচটায় সেন্টারে গিয়ে লাইন ধরছেন। সেন্টারগুলোতে পর্যাপ্ত বসার জায়গা না থাকায় বহু বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বহু সেন্টারে অনলাইনে বুকিং করে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সেন্টারে গেলেও টিকার অভাবের অজুহাতে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছু সেন্টারে স্থানীয়রা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। ১৮ থেকে ৪৪ বছরের নাগরিকদের শুধুমাত্র অনলাইনে বুকিং করার সুবিধা দেওয়ায় অনেকেই বুকিং করতে পারছে না। এ সম্পর্কে জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী বলেন, করোনায় আক্রান্ত লক্ষণহীন রোগীরা সচেতনতা ও সরকারি আধিকারিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করছে। যারা লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদেরও সরকারি তরফে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ না করার ফলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এমতাবস্থায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিজিত কুমার সিংহ, হিল্লোল ভট্টাচার্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়ে বলেন, আয়কর প্রদানের আওতায় না থাকা প্রতিটি পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করে সরকারের পক্ষ থেকে তা ক্রয় করে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে, নির্মাণ শ্রমিক, গাড়ি চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, টিকাকরণের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং কাছাড় জেলায় টিকা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, সবার জন্য অনলাইন ও অফলাইনে বুকিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে, করোনা সংক্রমণের শিকার রোগীরা যাতে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে সংক্রমণের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি ঘটাতে না পারে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে, রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই যাতে রোগীরা হাসপাতালে বা কোভিড কেয়ার সেন্টারে সহজে পৌঁছাতে ও ভরতি হতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে, কোভিড রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

শিলচর জিসি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্থসারথি চন্দের প্রয়াণে গভীর শোকাহত প্রবীণ শিক্ষাবিদ সুখেন্দুশেখর

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ মে (হি.স.) : সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিরল ব্যক্তিত্ব পার্থসারথি চন্দের অকাল প্রয়াণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। পার্থের মৃত্যু আমার জীবনের অন্যতম এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। জীবদ্দশায় ভাবিনি, পার্থের মৃত্যুসংবাদ শুনতে হবে। সত্যিকার অর্থে এক অনুজ-প্রতিমকে হারালাম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্থসারথি চন্দের মৃত্যুতে এভাবেই নিজের আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন করিমগঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক ড় সুখেন্দুশেখর দত্ত।

অত্যন্ত আবেগপ্রবণ সুখেন্দুশেখর আরও বলেন, বেশ কিছুদিন আগে একদিন ফোন করে পার্থ আমাকে বলেছিল, "স্যার আপনার সম্পূর্ণ বায়োডাটা আমাকে দেবেন। আমার ইচ্ছা, আপনার 'ওবিচুয়্যারি' লিখব।" কিন্তু নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস, ঘটনাটি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেল। আজ আমাকেই তাঁর "ওবিচুয়্যারি" লিখতে হচ্ছে। সুখেন্দুবাবু এই কথাগুলো যখন বলছিলেন, তখন শত চেষ্টা করেও তাঁর দু চোখের অশ্রু আটকাতে পারছিলেন না। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা চোখে-মুখে তাঁর পরিষ্কার ধরা পড়ছিল।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা চেপে রাখা যে কতটুকু কষ্টকর, তা সুখেন্দুশেখর দত্তের শারীরিক ভাষায় বারবার ফুটে উঠছিল। বেদনা-ভরা বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে সুখেন্দুবাবু বলেন, আমাকে রেখে না-ফেরার দেশে চলে গেল পার্থ। তাঁর সাথে আর দেখা হবে না। দেখা হলেই 'স্যার' সম্বোধন করে প্রণাম করার চেষ্টা করত, দুহাতে আগলে ধরে বুকে জরিয়ে ধরতাম, আজ তাঁকে আর বুকে জড়িয়ে ধরার সুযোগ পাব না। এ-সব দুঃখ মর্মবেদনা কাকে বলব। বলেন, অপূর্ব সুন্দর মনের একটি মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। অফুরন্ত গুণের অধিকারী জনদরদী মানুষটি আমাকে না জানিয়ে চলে গেল। এই ব্যথা একমাত্র আমার মরণই ভোলাতে পারবে। জীবদ্দশায় এই ব্যথা ভোলা সম্ভব নয়।

বেদেনাকাতর সুখেন্দু দত্ত বলেন, যখনই শিলচর যেতাম প্রথমেই পার্থকে ফোন করতাম। সেন্ট্রাল রোড বা বাণীপাড়ায় বসে দু"জনে মিলে কত যে গল্প হতো। ইলোরা রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোনও চায়ের দোকানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছি। সমাজব্যবস্থা থেকে রাজনীতি-বিষয় নিয়ে গল্পের অধিকাংশ সময় কেটে যেত আমাদের। প্রসঙ্গক্রমে সুখেন্দু বাবু এ-ও বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে শিলচর আসনে প্রার্থী করবে। এটা ছিল পার্থের দৃঢ় বিশ্বাস। দল তাঁকে প্রার্থী করলে কীভাবে রণকৌশল ঠিক করতে হবে, ক্যাম্পেনিং কীভাবে করতে হবে, এ-সব নিয়ে উভয়ে একে অপরের সঙ্গে কত কথা শেয়ার করেছি। ভাবতেই অবাক লাগছে, সবকিছু এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু স্মৃতি। এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তির জীবনাবসান সমাজে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তা আর কোনওদিন পূরণ হবার নয়, বলেন তিনি।

পার্থসারথি চন্দের ব্যক্তিত্ব, তাঁর বাকপটুতা সকলকে মুগ্ধ করত। সে ছিল উৎকৃষ্ট মানের ডিবেটার। অসম-তো বটেই জাতীয়স্তরেও ডিবেটে অংশগ্রহণ করে সে কয়েকবার প্রথমস্থান দখল করেছে। বাগ্মী পার্থসারথির ভাষণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ সহকারে শুনত। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব কমই আসেন। পার্থকে ভালোবাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে সে থাকুক ভালো থাকুক। এই বলে আর নিজের দুঃখ বেদনা চেপে রাখতে পারেননি ড় সুখেন্দুশেখর দত্ত। দু"চোখ দিয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। অত্যন্ত আপনজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় পার্থসারথি চন্দের মৃত্যুতে এভাবেই চোখের জলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন আরেক বাগ্মী, সমাজসচেতক ড় সুখেন্দুশেখর দত্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৯ মে রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে চলে গেছেন চিরকুমার পার্থসারথি চন্দ। পার্থসারথির আকস্মিক প্রয়াণে বিজেপির নেতা-কার্যকর্তা, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গুণমুগ্ধরা দু-চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারছেন না।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ১৯,৮৪৭ জন

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): করোনা হানায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পরেছে রাজ্যবাসীর। রোজই বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। পরীক্ষা বাড়তেই ফের সংক্রমণ পৌঁছল ২০ হাজারের কাছে।গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,৮৪৭ জন। সঙ্গে এদিন পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃতের সংখ্যা ১৪ হাজার পার করল। বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯, ৮৪৭ জন। যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এদিন মধ্যে ৪, ২৪০ জনই উত্তর ২৪ পরগনার । অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে ফের প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানেও তিন হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এদিন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৫৬০ জন। তৃতীয় স্থানে উঠে এল হুগলি। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ১,৩৯৩ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সেখানেও একদিনে সংক্রমিত এক হাজারের বেশি। নতুন সংক্রমিতের সংখ্যা ১,২৯৬ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও রীতিমত ভয় ধরিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। এদিন সব জেলা থেকেই মিলেছে নতুন সংক্রমিতের হদিশ। ফলে রাজ্যের মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২,২৯, ৮০৫।

একদিনে করোনা প্রাণ কেড়েছে রাজ্যের ১৫৯ জনের। যা আগের দিনের তুলনায় সামান্য হলেও কম। এদিনের মৃতদের মধ্যে ৪৭ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। এই পরিসংখ্যানে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বেড়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের। একদিনে পশ্চিম বর্ধমানে করোনার বলি ১২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪, ০৫৪।

একদিনে করোনাকে পরাস্ত করে ঘরে ফিরেছেন ১৯, ০১৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৩,৯৬৩ জন উত্তর ২৪ পরগনার। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনাজয়ীর সংখ্যা ১০,৮৩, ৫৭০। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৮. ১১ শতাংশ।

রাজ্যে এদিন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৭১টি। ফলে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৩২,১৮১। সুস্থতার হার ফের ৮৮ শতাংশ পার করেছে।

একদিনে কোভিড টেস্ট হয়েছে ৭৭,৬২৭ জনের।

সাংবাদিক ধ্রুব মহন্তকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস সচিব, নবজিৎ পাটগিরিকে ওএসডি পদে নিযুক্তি

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : বরিষ্ঠ সাংবাদিক ধ্রুব মহন্তকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া নবজিৎ পাটগিরিকে নিয়োগ করা হয়েছে বিশেষ কর্তব্যরত আধিকারিক বা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (যোগাযোগ, জনসম্পর্ক প্রটোকল)। এছাড়া তাঁদের সঙ্গে গৌতম প্রসাদকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করার পর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ শুক্রবার রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক ধ্রুব মহন্তকে তাঁর প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছেন। প্রেস সচিব বা মিডিয়া উপদেষ্টা হিসেবে সাংবাদিক মহন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি দেখশোন করবেন। সরকারি সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙায় সরব নেটিজেনরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : পানিহাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙায় কড়া প্রতিবাদ করেছেন মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।

এ বিষয়ে তথাগতবাবুর প্রথম ফেসবুক প্রতিক্রিয়ায় চার ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ৫০০, ৬২৩ ও ৫২৫। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায় তিন ঘন্টায় সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে ১ হাজার, ২৪৭ ও ৪৩। বেশিরভাগ মন্তব্যেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙার নিন্দা করা হয়েছে।

প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন, "স্যর, অধিকাংশ বাঙ্গালীই এই রকম। শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে দেওয়াল লিখন দেখতাম, 'ইংরেজ! তুমি ফিরে এসো, দাসত্ব আমার অধিকার।' এর উত্তরে অভিজিৎ মন্ডল অচিন্ত্যবাবুকে লিখেছেন, "এটা তপন ঘোষের লেখা। আমি একমত ওই লেখার সঙ্গে। সিরাজউদ্দোল্লা না পরাজিত হলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বা বাঙালি হিন্দুদের বিলুপ্তি ঘটত। সেই কারনেই তপন ঘোষ ওই লেখাটি লিখেছিলেন। ইংরেজরা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুদের স্বাধীন করে মুসলিম দের পরাজিত করে।"

প্রদীপ বিশ্বাস লিখেছেন, "এবার বাম আর তৃণমূলের পার্থক্য প্রকাশ পেল। সিংহভাগ বামেরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসায় শ্যামাপ্রসাদকে অপমান করলেও মনের কোণে একটা বিবেকের দংশন থাকায় মূর্তি ভেঙে দৈহিক অবমাননা করতে পারেনি। সারদা নারদা কাটমানি গরু পাচার, কয়লা পাচার, নারী পাচার, এত কিছুর পর মনে বিবেকের জায়গা আর হলো না। তাই শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ধ্বংস করতে কোনো বিবেকের দংশন নেই !"

বিপ্লব ব্যানার্জি উষব বসুর একটি অশালীন মন্তব্যের জেরে জবাব দিয়েছেন, "ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল এই লোকটির নাম, যার দরুন তোদের মতো হিন্দু এই পশ্চিমবঙ্গে এখনো বাস করছিস।" এর পর উষববাবুকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি ছবি দিয়ে বিপ্লববাবু লিখেছেন, "ইনি সেই ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনা করলেন, যদি বেঁচে থাকিস দেখতে পাবি আগামী প্রজন্ম উনাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবে, জয় শ্রী রাম।"

রামানুজ চক্রবর্তী লিখেছেন, "এই সব মানুষগুলোর পশ্চিমবঙ্গের গঠনের ইতিহাস জানে না। হয়তো বা তাদের সেই ইতিহাস পড়ানো হয়নি। আমার মনে হয় এরা নিজেদের পূর্ব পাকিস্থানি মনে করে। ধিক্কার জানাই।" অরূপ মিশ্র লিখেছেন, "মূর্তি ভাঙে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। আর শ্যামাপ্রসাদের জন্যই আজ এই বাংলা জিহাদী দেশ হতে পারে নি। তাঁর মূর্তি এরা ভাঙবেই! মেরুদন্ড হীন তৃণমূল হিন্দুদের নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করছে।"

প্রবীর মুখার্জি লিখেছেন, "এরা কারা? এরা প্রো পাকিস্তানি/বৃহত্তর বাংলাদেশ সমর্থনের মোল্লারা।"

পার্থ সেন লিখেছেন, "কারা আবার এই কাজ করবেন? তারাই করেছে যারা আজও ধর্মে হিন্দু হয়েও হোসেন শহীদ সুরাওয়ার্দির জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানায় সর্বত্র। তার স্বজাতীয়দের এই রাজ্যে রাখার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রকাশ্যে বলেছেন যে প্রয়োজনে সুরাওয়ারদির পরবর্তী প্রজন্মের লাথি খেতেও রাজি, কিন্তু তাহলেও দুধেল গরুদের পা তিনি ছাড়বেন না। তাই সেই সম্প্রদায়কে খুশি করতে তিনি বা তাদের শেকু হিন্দুদের কাজ।

কারণ '৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ স্বাধীনের শেষ মুহূর্তে জিন্নার আগ্রাসী মুখ থেকে হিন্দু বাঙালির বাসভূমি হিসাবে অখন্ড বাংলার একটি অংশকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে একজন শ্রেণী শত্রুর মত কাজ করেছিলেন বলে মনে করেন এই বাংলায় জিন্না - সুরাওয়ার্দিদের সমর্থক হিন্দু বাঙালিদের একটি অংশ। তাদেরই বর্তমান প্রজন্মের একটি অংশ আজ এই কাজ করেছেন। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের আবক্ষ মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছিল কিছু বছর আগেই।

ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে নেগেটিভ ক্যাম্পেইন কত মারাত্মক হতে পারে। যে কলকাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম শহর, সেই শহরে তিনি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাত্য। দিল্লিতেও ওনার নামে শুধু মুখার্জী নগর বলে শুধু একটি অঞ্চল আছে। শুধু তাই নয় সেই শহরে স্টেডিয়াম, লাইব্রেরী, রাস্তা, পার্ক সহ বহু কিছু আছে। অন্যদিকে ওনার জন্ম শহর এই কলকাতায় চক্রবেরিয়ায় ওনার নামে একটি রাস্তাকে ওনার পিতা শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে ভাগ ভাগী করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় বাঘা যতীন অঞ্চলে একটি উদ্বাস্তু কলোনি এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তার আবক্ষ মূর্তিটি। এটুকুই শ্রদ্ধা (????) প্রাপ্তি হয়েছে তাঁর সেই বাঙালিদের থেকে যিনি তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নামক এক সুরক্ষিত বর্মের সাহায্যে। নাহলে তাঁরা ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের জেনোসাইডে মুছে যেতেন পৃথিবী থেকে।

হ্যাঁ, তাইতো বলছি, একমাত্র বাঙালিই পারে, তার উপকারী বন্ধুকে ভুলে যেতে। বাঙালিই পারে '৪৬-এর দাঙ্গায় যারা কলকাতায় রক্তের হোলি খেলেছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেশবন্ধু, নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার পৌর সভায় 'মহানাগরিক' হিসাবে বরণ করে নিতে।

ডক্টর মুখার্জী হয়তো কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে দিলেন না। কিন্তু তিনি যাদের হিংস্র হাত থেকে হিন্দু বাঙালিদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, জেনোসাইড থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাদের হাতেই কি কলকাতাকে তুলে দেয়নি বাঙালি ? আমরা কি নিঃ সংকোচে বলতে পারি যে আগামী দিনে ডক্টর মুখার্জির জন্ম শহর জেনোসাইড মুক্ত একটি শহর হবে ?

স্বজাতির হত্যাকারীদের রক্তাক্ত হাতে শহরকে তারাই তুলে দিতে পারে, যারা স্বজাতিকে ভালোবাসে না। যাঁরা আত্মসুখি, আত্মকেন্দ্রিক। হ্যাঁ, বাঙালিই পারে, কারণ তারা আত্মঘাতী জাতি, সত্যিই পণ্ডিত নীরদ সি চৌধুরীর বাঙালি সম্পর্কে মূল্যায়ন যথার্থ।"

প্রসঙ্গত, পানিহাটি বাসস্ট্যান্ডে বিটি রোড সংলগ্ন বেঙ্গল কেমিক্যালের পাশে বিজেপি-র স্থানীয় প্রধান কার্যালয়টি শ্যামাপ্রসাদের নামেই চিহ্নিত। ১৯৯৭ সালে অফিসটি তৈরির সময়ে বসানো হয় মূর্তিটি। বুধবার গভীর রাতে কে বা কারা সেটি, দলীয় অফিসের জানলা এবং পতাকাদন্ড ভেঙে দেয়। এ ব্যাপারে ডায়েরি করা হয়েছে খড়দহ থানায়। গ্রেফতারের খবর নেই। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আয়ুষ ৬৪ ওষুধ সেবা ভারতীর প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হোম আইসোলেশনে থানা করোনা পজেটিভ রোগীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য।

নির্ধারিত সময়ের এক দিন আগেই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একাংশে প্রবেশ করল বর্ষা

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): আন্দামান — নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একাংশে প্রবেশ করল বর্ষা। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের এক দিন আগেই ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকল বর্ষা। শুক্রবার দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছে। এছাড়া বর্ষা প্রবেশ করেছে শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারের একাংশেও। পূর্বাভাস অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের হাত ধরে এবার দ্রুত অগ্রগতি হতে পারে বর্ষার। বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরে শনি বা রবিবার যে নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে, তার পিঠে চড়ে এবার দ্রুত অগ্রগতি হতে পারে বর্ষার। তেমন হলে ঘূর্ণিঝড় যশের সঙ্গে ২৭ মে-র পর যে কোনও সময় পশ্চিমবঙ্গে হাজির হতে পারে বর্ষা। আসন্ন বর্ষায় স্বাভাবিক বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড কেরলে প্রথম বর্ষা আসে পয়লা জুন। প্রথমে আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় তকতে ও পরে বঙ্গোপসাগরে যশের আবির্ভাব। আবহাওয়াবিদদের অনুমান কেরলে এক দিন আগেই বর্ষা ঢুকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৩১ মে-র মধ্যে কেরলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা।

অন্যদিকে ভারতের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা আসে ২২ মে। এবছর এই সিস্টেমের প্রভাবে একুশে মে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর শুরু হয়েছে বর্ষার প্রবল বৃষ্টি। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শুরু হয়েছে বর্ষার বৃষ্টি। গত কয়েকদিন পর বৃষ্টিতে ভিজেছে দ্বীপপুঞ্জ। গত বছর ঘূর্ণিঝড় আমফানের জেরে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৫ দিন পর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে বর্ষা। দেশের অন্যান্য রাজ্যে বর্ষা স্বাভাবিক বর্ষণ হলেও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের প্রবল ঘাটতি ছিল। বর্ষার ওপর নির্ভর করে ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিকাজ ও অর্থনীতি। সময়ে বর্ষা না ঢুকলে যেমন চাষের মরশুম পিছিয়ে যায়, তেমনই পর্যাপ্ত বর্ষণ না হলে থেকে যায় খরার সম্ভাবনা।

১১-দিনের রক্তাক্ত যুদ্ধে বিরতি, সংঘর্ষে ইতি টানল ইজরায়েল ও হামাস

গাজা, ২১ মে (হি.স.): দীর্ঘ ১১-দিনের রক্তাক্ত যুদ্ধ ও অশান্তির ইতি! ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হামাসও যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এমনটাই জানা গিয়েছে। যুদ্ধবিরতি-সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে (স্থানীয় সময়) মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ওই বৈঠকেই গাজায় সেনা অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হামাসও যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এরপর বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) ভোররাত ২টো থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।

দীর্ঘ ১১ দিনের সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাতেই যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটল ইজরায়েল এবং গাজা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাস। মিশর এবং মার্কিন মধ্যস্থতায় গাজায় শান্তি ফিরতে চলেছে। এই আবহে হামাস এটাকে নিজেদের ”জয়” বলে ঘোষণা করেছে। সংঘর্ষবিরতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই গাজায় বসাবসরত প্যালেস্তিনীয়রা রাস্তায় নেমে বিজয় মিছিল করেন। গত ১১ দিনে প্যালেস্তাইনের দিক থেকে ৪৩০০-র বেশি রকেট উড়ে এসেছে ইজরায়েলের দিকে। এই হামলায় ১২ জন ইজরায়েলি প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে ইজরায়েলের পাল্টা জবাবে প্রাণ হারিয়েছেন ২৩২ জন প্যালেস্তিনীয়। মৃতদের মধ্যে ৬৫ জন শিশু। এছাড়া ইজরায়েলি হানায় জখম হয়েছেন অন্তত ১৯০০ জন।

পানিহাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙায় মুখর তথাগত রায়

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : পানিহাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙায় কড়া প্রতিবাদ করলেন তথাগত রায়।শুক্রবার সকালে তিনি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে বসে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ধ্বংস পানিহাটিতে। যে মানুষটি না থাকলে আজ সম্পূর্ণ বাংলা, আসাম সমেত, পাকিস্তানে চলে যেত তাঁকে এই সম্মান দেখাল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ! দুঃখের বিষয় কারা এই কীর্তি করেছে তা আন্দাজ করার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।“

পানিহাটি বাসস্ট্যান্ডে বিটিরোড সংলগ্ন বেঙ্গল কেমিক্যালের পাশে বিজেপি-র স্থানীয় প্রধান কার্যালয়টি শ্যামাপ্রসাদের নামেই চিহ্নিত। ১৯৯৭ সালে অফিসটি তৈরির সময়ে বসানো হয় মূর্তিটি। বুধবার গভীর রাতে কে বা কারা সেটি, দলীয় অফিসের জানলা এবং পতাকাদন্ড ভেঙে দেয়। এ ব্যাপারে ডায়েরি করা হয়েছে খড়দহ থানায়। গ্রেফতারের খবর নেই। তথাগতবাবু অপর পোস্টে লিখেছেন, “শ্যামাপ্রসাদ যে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা তা স্বীকার করায় কিছু মুলোর আপত্তি আছে। তা থাকুক। কিছুদিন আগেও সল্ট লেক অঞ্চলে দেওয়ালে লেখা দেখা যেত, ‘সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে’।

কিন্তু কেন মুলোরা এখনো বুক বাজিয়ে বলতে পারছে না, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা মমতা ব্যানার্জিই?“ প্রসঙ্গত, ২০১৮-র ৭ মার্চ খাস কলকাতায়, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কয়েকশো মিটারের মধ্যে, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে ভাঙা হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি। তা নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক প্রতিবাদ হয়েছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাক্তন বিধায়ক ও টানা ৩১ বছর শান্তিপুর পুরসভার প্রধান অজয় দে করোনায় প্রয়াত

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : শুক্রবার করোনায় প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও টানা ৩১ বছর নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার প্রধান অজয় দে। ঘনিষ্ঠতার সুবাদে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক জানিয়েছেন, “তিনি ১৯৯১-২০১৬ শান্তিপুরের বিধায়ক এবং ১৯৯০-২০২১ টানা ৩১ বছর শান্তিপুর পুরসভার প্রধান ছিলেন। এত নিরঙ্কুশ জয় যাঁর, সেই বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা অজয় দে হেরে গেলেন অতিমারীর কাছে। নির্বাচনী যুদ্ধে খড়দহের প্রয়াত পুর প্রশাসক কাজল সিনহার মতো তিনিও ‘শহীদ’ হয়ে গেলেন।

এবারও শান্তিপুর থেকেই লড়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে। ভোটের ময়দান থেকে শরীরে বাসা বাধল মারণ ভাইরাস। দলমত নির্বিশেষ আপনার শহর আজ শোকস্তব্ধ অজয়দা। পক্ষে বিপক্ষে ভিন্ন মত থাকলেও অস্বীকার করার উপায় নেই আপনিই ছিলেন সুপ্রাচীন শহরের অভিভাবক। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালয়ে জীবন প্রদীপ নিভল প্রবীণ নেতার। অকৃতদার জীবনের সোনালি ইনিংস শান্তিপুরবাসীর কাছে রেখে অবশেষে অজয় নদের অমৃতসাগর প্রাপ্তি। আপনাকে কেউ ভুলবে না। প্রণাম নেবেন। শান্তি পাক আপনার সংগ্রামী আত্মা।‘

নারদ মামলা চলাকালীনই প্রকাশ্যে তর্ক দুই বরিষ্ঠ আইনজীবীর

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : শুক্রবার নারদ গ্রেফতারি মামলা চলাকালীনই ঝগড়া শুরু হয় দু’পক্ষের দুই বরিষ্ঠ আইনজীবীর মধ্যে। ফিরহাদদের গৃহবন্দি করার রায় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন তৃণমূলের সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন বলে অভিযোগ করেন কল্যাণ। বিষয়টি নিয়ে আদালতে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন কল্যাণবাবু। শেষে পরিস্থিতি সামলাতে নামতে হয় ৪ নেতা-মন্ত্রীর আইনজীবী এবং কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে। ‘হাসিচ্ছলে’ পরে অবশ্য পরিস্থিতি শুধরে নেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও।

নারদ মামলায় সুব্রত-ফিরহাদদের গৃহবন্দি করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বেঞ্চে যাওয়ার কথা বলছিলেন কল্যাণবাবু। আদালতকে তিনি বলেন, “এই মামলা যদি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়, তবে তা আজই হোক। আমরা এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত চাই।” আদালতে তাঁর এই প্রস্তাব রাখার সময়েই বারবার আপত্তি তোলেন সলিসিটর জেনারেল। তাতেই বিরক্ত হন তৃণমূলের সাংসদ। সরাসরি বিচারপতিকে প্রশ্ন করেন, “ওঁর কথা বলার সময়ে তো আমি কোনও কথা বলিনি! তাহলে আমার বক্তব্য রাখার সময়ে উনি কেন কথা বলছেন? না কি সলিসিটর জেনারেল পদই কি ওঁকে বারবার বাধা সৃষ্টি করার অধিকার দিয়েছে?”

প্যারোলে ছাড়া পেলেন ডেরা প্রধান রাম রহিম

রোহতক, ২১ মে (হি.স.): প্যারোলে মুক্তি পেল ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত স্বঘোষিত ধর্মগুরু বাবা রাম রহিম। মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে শুক্রবার প্যারোলে মুক্তি পান রাম রহিম। তারপর হরিয়ানার রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে কড়া পুলিশি প্রহরায় গুরুগ্রামে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত ১৭ মে মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্যারোলে ২১ দিনের জন্য মুক্তির আবেদন করেছিলেন ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। সেই আবদন মঞ্জুর করল রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার সকালে তিনি রোহতকের জেল থেকে ছাড়া পান। আজ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে গুরুগ্রামে তাঁর অসুস্থ মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কোথায় তিনি গিয়েছেন তা এখনও পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে।

দুই শিষ্যাকে ধর্ষণ ও এক সাংবাদিককে খুনের মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ডেরা প্রধান ও স্বঘোষিত ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিমের। দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অপরাধে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ওই মামলায় তাঁর ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়। পাশাপাশি রামচন্দ্র ছত্রপতি নামে এক সাংবাদিককে খুনের অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত। এর পরেও রাম রহিমের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা রয়েছে। সেটি হল তাঁর আশ্রমের ম্যানেজার রঞ্জিত সিংকে খুনের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলা এখনও চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছর ২৪ অক্টোবর এক দিনের জন্য প্যারোলে ছাড়া পান রাম রহিম। সেসময় তাঁর মা গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

মণিপুর : অতিমারির শিকার অনাথ শিশুদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব নেবে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ইমফল, ২১ মে (হি.স.) : বাবা ও মা, উভয়ের করোনায় মৃত্যুতে অনাথ সন্তানদের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেছে মণিপুর সরকার। ওই প্রকল্পের অধীন করোনা-র আক্রমণে অনাথ শিশুদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়ভার বহন করবে সরকার। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, করোনা আক্রান্ত হয়ে বাবা ও মা উভয়ের মৃত্যুতে অনাথ শিশুদের ভবিষ্যতের বিষয়ে স্ব স্ব সরকারগুলিকে ভাবতে হবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ ঘোষণা করেছেন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে কিংবা বাড়িতে বাবা ও মা উভয়ের মৃত্যু হলে তাঁদের সন্তানের দেখাশুনা করবে মণিপুর সরকার। সেই লক্ষ্যে প্রকল্প আনা হয়েছে। ওই প্রকল্পের অধীন অনাথ শিশুরা ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত খাদ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা পূরণ করা হবে। তিনি জানান, রাজ্যে ৩০টি চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন গঠন করা হচ্ছে। তাতে ১৫টি জেলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য দুটি করে প্রত্যেক জেলায় এমন প্রতিষ্ঠান থাকবে।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপে বহু পরিবার তছনছ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও আরও অনেক পরিবার ছারখার হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যেখানে ছোট ছোট শিশু সন্তানকে রেখে বাবা ও মা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাদের জীবন এবং ভবিষ্যত বড়ই বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে অতিমারির শিকার অনাথ শিশুদের জীবন গড়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপেছে অরুণাচল প্রদেশ ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ইটানগর, ২১ মে (হি.স.) : ভূমিকম্পের ধাক্কায় কেঁপে উঠেছে পূর্বোত্তর ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যারাত ৭-টা ১৮ মিনিট ৪১ সেকেন্ডে রিখটার স্ক্যালে ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপেছে রাজ্য। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজ্যের চাংলাং জেলার পপা থেকে প্রায় ৪০২ কিলোমিটার দূরে চিন সীমান্তবর্তী এলাকার দক্ষিণ-পূর্বে ভূগর্ভের ১০০ কিলোমিটার গভীরে ২৫.৬৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৯.৯৬ দ্রাঘিমাংশে। আজকের ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২ মে মধ্যরাত রাত থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত পর পর চারবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছিল সমগ্র অসম। এর পর বিভিন্ন দিন দফায় দফায় আরও পাঁচবার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসম, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম সহ উত্তরপূর্বের কয়েকটি রাজ্য। গত প্রায় বছরখানেকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অসমের শোণিতপুর জেলা এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে।

এশিয়ার শীর্ষ দুই ধনী মুকেশ আম্বানি ও গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): মোট সম্পত্তির পরিমাণে চিনা ধনকুবের জং শানশানকে টপকে এশিয়ার দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হলেন গৌতম আদানি । শীর্ষে রয়েছেন রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানির পিছনে। তবে আপাতত পিছনে থাকলেও মোট সম্পত্তির পরিমাণে তিনি কিন্তু খুব কাছাকাছি পৌছে গিয়েছেন রিলায়েন্স কর্ণধারের। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী, গোটা বিশ্বের নিরিখে এই মুহূর্তে ১৩ ও ১৪ নম্বর স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে আম্বানি ও আদানি। আম্বানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ যেখানে ৭৬.৩ বিলিয়ন ডলার, সেখানে আদানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬৭.৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সম্পদের পরিমাণে রিলায়েন্স কর্ণধারের সঙ্গে আদানি গ্রুপের কর্ণধারের তফাত মাত্র ৮.৭ বিলিয়ন ডলারের।

একথা ঠিকই, পরিস্থিতি আবার দ্রুত পরিবর্তিত বদলে যেতে পারে।

মতানৈক্য

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে। স্থানীয় নেতারা দলীয় সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নিতে নারাজ বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। দলীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পূর্বতন বিজেপি যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতিকে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

বিক্ষুব্ধরা জানিয়েছেন মৃন্ময় চক্রবর্তীকে নানা অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার দায়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই মৃন্ময় ভট্টাচার্যী কে যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না বলে জানান। সে কারণেই এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী।অবিলম্বে নবনিযুক্ত বিজেপি অমরপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি পরিবর্তন করা হলে তারা দলত্যাগ করবে বলে জানিয়েছে।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

জাতীয় সড়কে হয় এই দুর্ঘটনা। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার বিকাল প্রায় ৪ টা ৩০ মিনিট নাগাদ প্রহ্লাদ পৌদ্দার (৩২) বন্ধন ব্যাংকের কর্মীটট্র০১ ঙ্ঞ৮২৪৮ নাম্বারের বাইক নিয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। অপর দিকে হওয়াই বাড়ি এলাকার বিমল রুপিনি (৩৫)টট্র০১ ঙ্খ৭৮৩৫ নাম্বারের বাইক নিয়ে তেলিয়ামুড়ার উদ্যেশ্যে যাচ্ছিল। হাওয়াইবাড়ি এলাকায় আসতেই দুটি বাইক এর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে অভয় বাইকের চালক আহত হয়।আহত দুই যুবকের চিকিৎসা চলছে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে।

ছেলে

● **প্রথম পাতার পর**

থেকেই মূক ছেলের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করত সৎ মা পারুলা বেগম। এমনই অভিযোগ ধ্বজনগর বাসির। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত মায়ের শাস্তির দাবি জানান এলাকাবাসীরা।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

লড়াইয়ের মধ্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অবশ্যই সাবধানতা এবং প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।’

বাজেয়াপ্ত

● **প্রথম পাতার পর**

হককে আটক করতে

সক্ষম হয়নি।এলাকা সুত্রে খবর নরজুল দীর্ঘ দিন ধরেই অবৈধ কাঠের ব্যবসার সাথে জড়িত।নরজুল হক বাড়িতেই অবৈধ কাঠ মজুত করে কাঠ পাচার বাণিজ্য চালাতো। অবশেষে শুক্রবার বনদপ্তরের কর্মীরা নরজুল হকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর অবৈধ কাঠ উদ্ধার করেন। তবে নরজুল হককে আটক করতে না পারায় বনদপ্তরের এই অভিযান নিয়েও সংশ্লিষ্ট এলাকায় গুঞ্জন চলেছে। একাংশ আধিকারিকদের ম্যানেজ না করে শহরের উপর এইভাবে অবৈধ কাঠ মজুত করে রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া কোন ভাবেই সম্ভব না, এমনটাই বলছেন এলাকার লোজনেরা।আটককৃত অবৈধ সেগুন কাঠ গুলি উত্তর জেলা বনদপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নরজুলকে এই মামলা থেকে বাচাতে ২ -১ জন তথাকথিত সমাজ সেবি আধাজল খেয়ে ময়দানে নেমেছেন বলে খবর। অবৈধভাবে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে কার্ড পাচারে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চোর সন্দেহে প্রহার ! ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীর ছেলে

ক্যানিং, ২১ মে (হি.স.): মোবাইল চোর সন্দেহে রোগীর ছেলেকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে। প্রহারে গুরুতর আহত হয়েছেন শ্যামল সর্দার নামে ওই যুবক। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক। বাসন্তী থানার অন্তর্গত নির্দেশখালি গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল সরদার তাঁর মাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করেছেন চিকিৎসার জন্য।

মায়ের দেখাশোনা করার জন্য তিনিই হাসপাতালে থাকেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়িতে খেতে গেলে তাঁকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফোন করে জানায়, তাঁর মায়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক, তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ডাকা হয়। অভিযোগ, তিনি হাসপাতালে এলে সেখানে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে মারধর করে। মোবাইল চোর অভিযুক্ত করে তাঁকে মারধর করা হয়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন শ্যামল। তাঁকেও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

নজির গড়লেন ফেরদৌসী বেগম

সোনারপুর, ২১ মে (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বাড়ি ছাড়া ছিলেন শতাধিক বিজেপি কর্মী। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর যখন রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হানাহানির ঘটনা ঘটছে তখন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফেরদৌসী বেগম। প্রায় শ”খানেক ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরালেন তিনি। কোভিড পরিস্থিতি ও লকডাউনের মধ্যে কীভাবে দিন কাটছিল, তা সেই সমস্ত ঘর ছাড়া বিজেপি কর্মীরাই জানেন। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিধায়ক। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। নরেন্দ্রপুর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করে শ”খানেক বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরানো হয়। উপস্থিত ছিল নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীও।

াঙ্গন

মারাদোনা মৃত্যুকে ‘হত্যা’ হিসেবে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা, অভিযুক্ত ৭ চিকিৎসক

বুয়েনস আইরেস, ২১ মে (হি.স.): দিয়েগো মারাদোনা মৃত্যুকে ‘হত্যা’ হিসেবে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। কিংবদন্তি ফুটবলার যে মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে ছিলেন, সেই সাত চিকিতকের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির তথ্য উঠে আসছে। তদন্তকারীরা যাকে ‘হত্যা’ ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের দাবি মৃত্যুর আগের ১২ ঘন্টা কার্যত কোনও চিকিতাই হয়নি আর্জেন্তেনিয়ান ফুটবলারের। শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি সত্ত্বেও তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। যদি করা হত, তা হলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারতেন মারাদোনা।

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর দু’সপ্তাহ ওই মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মারাদোনা। সাত ডাক্তারের মধ্যে অভিযোগ তির মূলত শল্যচিকিত লিওপোল্দো লুকে ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আগুস্তিনা কোসাচোভের দিকেই। বাকিরাও অবশ্য অভিযোগ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। মারাদোনা মারা যাওয়ার পর ডাঃ লুকে আবার ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারকে বাঁচানোর জন্য কতটা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। তাতেও অবশ্য তাঁরা রেহাই পাচ্ছেন না। এই দুই ডাক্তারের জেল হতে পারে।

মারাদোনার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে যে টিম তদন্ত করছে, তাদের রিপোর্টে কিন্তু পরিষ্কার বলা হয়েছে, মারাদোনার প্রাণসংশয়ের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি যত্নশীল হয়নি চিকিতকদের ওই টিম। ৬০ বছরের ফুটবলার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের ধকল সামলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। ওই সময় ভাড়া বাড়িতে ছিলেন তিনি। শেষ ১২ ঘণ্টায় তাঁর প্রতি একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না চিকিতকরা। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে লোকটার নানা শারীরিক সমস্যা ছিল, তার প্রতি যত্নশীল হওয়া দূরের কথা, তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার নুন্যতম উদ্যোগ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। যদিও ডাঃ লুকের আইনজীবী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, ‘কোনও জোরাল তথ্যই তদন্তকারীরা খাড়া করতে পারেনি।’

কলম্বিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোপা আমেরিকার আসর বসতে চলেছে আর্জেন্তিনায়

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কলম্বিয়া। এই পরিস্থিতিতে সেই দেশে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কোনও ঝুঁকি নিল না কনমেবল। যার ফলে কলম্বিয়াকে বাদ দিয়ে একক ভাবে কোপা আমেরিকা আয়োজন করতে চলেছে আর্জেন্তিনা। দ্রুত এই বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোপা আমেরিকা শুরু হতে আর একমাসও বাকি নেই। কলম্বিয়া আর আর্জেন্তিনার যুগ্মভাবে আয়োজন করার কথা ছিল এই টুর্নামেন্টটি। তবে সাম্প্রতিক ঘটনায় বড়সড় সওয়াল উঠে গেল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়েই। কলম্বিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হল কোপার ম্যাচ।

কোপার ১০৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার দুই দেশ মিলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা থাকলেও তা আর হচ্ছে না। আগামী ১৩ জুন থেকে কোপা আমেরিকার আসর বসতে চলেছে আর্জেন্তিনায়। গতবছর করোনার কারণে কোপা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এবার ফের বসছে কোপার আসর। হামেজ রদরিগেজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে চলছে প্রবল গণ বিক্ষোভ, প্রান হারিয়েছেন প্রায় ৪২ জন। উপরন্তু বেড়েছে করোনার সংক্রমণের হারও। এই কারণে দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল সংস্থা কনমোবেলের কাছে টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল কলম্বিয়া।এবিষয়ে কনমেবল জানিয়েছে যে, কলম্বিয়া তাদের অনুরোধ করেছিল টুর্নামেন্ট পিছিয়ে জুনের বদলে সেপ্টেম্বরে করার জন্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচির বর্ষপঞ্জিকা দেখেই কনমেবল তা নাকচ করে দেয়।

এদিকে, কোপার অপর আয়োজক দেশ আর্জেন্তিনার অবস্থাও সঙ্গীন। রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফার্নান্ডেজ কিছুদিন আগে তাঁর দেশ কোপা আয়োজনে প্রস্তুত জানালেও করোনার জেরে বিধ্বস্ত লিওনেল মেসির দেশ। বৃহস্পতিবার থেকে গোটা দেশে নয় দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন ফার্নান্ডেজ। ফলে কোপা আয়োজন ঘিরে যে ঘোর অনিশ্চয়তার মেঘ জমা হয়েছে, তা বলে দেওয়ার অবকাশ রাখে না।

২০১৯ সালে শেষবার কোপা আয়োজিত হয়েছিল ব্রাজিলে। নেইমারের দেশ সর্বোচ্চ ও নবমবারের জন্য কোপা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফাইনালে পেরুকে তারা ৩-১ উড়িয়ে দিয়েছিল। তার আগে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পরপর দু’’বার চ্যাম্পিয়ন হয় চিলি।

আগামী বছর ফের ফুটবল বিশ্বকাপ ভারতে! দিনক্ষণ জানিয়ে দিল ফিফা

কাটল অনিশ্চয়তা। ২০১৭ যুব বিশ্বকাপের পর ফের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত। করোনা অতিমারীর আতঙ্ক উপেক্ষা করে আগামী বছর অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ যে এদেশেই হচ্ছে, তা ফিফার ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে গেল। ফিফার তরফে আগামী বছর আয়োজিত হতে চলা এই মেগা টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল।করোনার কারণে ইতিমধ্যেই বার দুই পিছিয়ে দিতে হয়েছে এই অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ। শুরুতে ঠিক ছিল গতবছর নভেম্বরে ভারতে হবে অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ। সেই মতো প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। বিশ্বকাপকে লক্ষ্য রেখে যে মুহূর্তে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নেমে আসে করোনা ভাইরাস। ফলে শুধু খেলার

প্রস্তুতিই নয়, এর সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিও। বিশ্বের যে দেশগুলি বিশ্বকাপ খেলবে, সেই দেশগুলিও করোনার প্রকোপে খেলতে পারছিল না যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচগুলি। তাছাড়া গত নভেম্বরে মাঠে দর্শক হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ফলে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা করে ফিফা থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, নভেম্বরের বদলে মহিলা বিশ্বকাপ হবে এবছরের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু এবারেও বাদ সাধে সেই করোনায়। মারণ ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানে গোটা বিশ্বে। ফলে ফের পিছিয়ে দিতে হয়েছে এই মেগা টুর্নামেন্ট। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয়েছে, এই টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হবে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে। শুক্রবার ফিফার তরফে মেগা এই টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ জানানো হয়েছে। ফিফা জানিয়েছে, আগামী বছর ১১ অক্টোবর শুরু হবে মহিলা যুবদের এই বিশ্বকাপ। ফাইনাল আয়োজিত হবে আগামী বছর ৩০ অক্টোবর। এটাই হতে চলেছে ভারতে আয়োজিত হতে চলা দ্বিতীয় ফিফা টুর্নামেন্ট। এর আগে ২০১৭ সালে পুরুষদের যুব বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল ভারত। সেই টুর্নামেন্টটি ফিফার যুব বিশ্বকাপের সব রেকর্ড ভেঙে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এদেশে মহিলাদের টুর্নামেন্টটি যেনতেন প্রকারে আয়োজন করতে চায় ফিফা। ফেডারেশন সচিব কুশল দাস বলছিলেন, মহিলাদের এই যুব বিশ্বকাপের দিন ঘোষণার ফলে নতুন করে এই টুর্নামেন্টের সূচনা হল। আগের বার এই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির কাজ অনেকটাই এগিয়েছিল। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হতেই ফের কাজ শুরু হবে।

মহমেডান স্পোর্টিং-এর দায়িত্বে রাশিয়ান কোচ আন্দ্রে চের্নিশভ

কলকাতা, ২১ মে (হি.স.): আগামী মরসুমের জন্য নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মহমেডান স্পোর্টিং-এর কোচিং দায়িত্ব নিলেন অভিজ্ঞ রাশিয়ান কোচ আন্দ্রে আলেকসেয়েভিচ চের্নিশভ। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে মহামেডান এখবর জানায়।

ময়দানে জল্পনা অনেকদিন আগে থেকেই চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনা সত্যিই হল, অভিজ্ঞ রাশিয়ান কোচ আন্দ্রে আলেকসেয়েভিচ চের্নিশভ নিজের হাতে দায়িত্ব নিলেন মহমেডান স্পোর্টিং-এর। ৫৩ বছরের রুশ নাগরিক ক্লাব ও আন্তর্জাতিক স্তরে কোচিং করাচ্ছেন গত দু’’দশক ধরে। চেরনেশোভ ১৯৯০ সালে অনূর্ধ-২১ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় যুব দলে ছিলেন তিনি। খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় জানিয়েই কোচিং শুরু করে দেন তিনি। রাশিয়ার অনূর্ধ-২১ দলও সামলেছেন চেরনেশোভ। এছাড়াও স্পার্টাক মস্কোর মতো রাশিয়ার একাধিক ক্লাবে তিনি ছিলেন ম্যানেজার। তবে রাশিয়ান এই কোচ প্রথমবার ভারতের মাটিতে নেমে ভারতের কোনও ক্লাবের কোচিং দায়িত্ব সামলাবেন। চের্নিশভের রয়েছে উয়েফা প্রো লাইসেন্স।

মহামেডানের অন্তর্বতী সাধারণ সচিব দানিশ ইকবাল বলছেন, “আমরা চেরনেশোভকে পেয়ে রোমাঞ্চিত। একাধিক দেশে, বিভিন্ন লিগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোচিং করিয়েছেন উনি। মহামেডানেও সাফল্য নিয়ে আসবেন বলে আমরা আশাবাদী। ওঁর অভিজ্ঞতায় তরুণ প্লেয়ারদের লালন করতে সাহায্য করবে।” এখন দেখার এই বিদেশি কোচের হাত ধরে কলকাতার অন্যতম প্রধান ক্লাব কতদূর যেতে পারে!

লকডাউনের মধ্যেও প্রস্তুতি চলছে সুতীর্থার

প্রিয় বিরিয়ানি ও মিষ্টি গত দেড় মাসে ছুঁয়ে দেখেননি। বন্ধুদের বলে দিয়েছেন, অগস্ট মাসের পরে ফোন করতে। সঙ্গে দিবারাত্র পরিশ্রম। সকাল ছ’টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। এটাই টোকিয়ো অলিম্পিক্সে টেবল টেনিসে যোগদানের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত বঙ্গকন্যা সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের এখনকার দিনলিপি। নৈহাটির মেয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বসেই তৈরি হচ্ছেন জীবনের প্রথম অলিম্পিক্সের জন্য। যেখানে তিনি সিঙ্গলসে খেলবেন। সুতীর্থার কথায়, “অলিম্পিক্স যাওয়া তো ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন। তাই সব আনন্দ আমি ত্যাগ করতে রাজি।” আত্মবিশ্বাসী মেজাজে যোগ করেন, “গত দেড় মাসে পাঁচ কিলো ওজন কমিয়েছি। আরও আট কিলো কমাতে হবে। তা হলে বিশ্বের যে কোনও খেলোয়াড়কে আমি হারাতে পারব। এই আস্থা রয়েছে।”জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা দু’টোই দেখেছেন সুতীর্থা। পাঁচ বছর আগে বয়স ভাঁড়ানোর দায়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেই মেয়েই এ বার অলিম্পিক্সে বাঙালির (জাতীয় স্তরে যদিও খেলেন হরিয়ানার হয়ে) প্রতিনিধি।এ বারের অলিম্পিক্সে এখনও পর্যন্ত তিন জন বাঙালি ক্রীড়াবিদ যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তাঁদের মধ্যে তিরন্দাজ অতনু দাস অনুশীলনে মগ্ন পুণের শিবিরে। জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক অনুশীলন করবেন সাইয়ে। সুতীর্থা সেই সুযোগ পাননি। তিনি এই লকডাউনের মধ্যেই টোকিয়ো অলিম্পিক্সের মহড়া দিচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতা আর নিউটাউনে।

করোনার শিকার এবার মিলখা সিং! বাড়িতেই জ্বরে কাবু উড়ন্ত শিখ

করোনা আক্রান্ত এবার উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং। আপাতত চন্ডীগড়ে সেক্টর-৮ এ নিজের বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন এবং রোম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা কিংবদন্তির এক কর্মচারী চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কোভিডে আক্রান্ত হন। তারপরেই বুধবার থেকে আইসোলেশনে চলে যায় সিং পরিবার।তবে স্বস্তির খবর, মিলখা সিং বাদে পরিবারের বাকি সদস্যরা- মিলখা সিংয়ের স্ত্রী জাতীয় দলের প্রাক্তন ভলিবল ক্যাপ্টেন নির্মল কৌর, নাতি হরজল মিলখা সিং, পুত্রবধূ কুদরত সিং সকলেই করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ ধরা পড়েছেন। মিলখা সিংয়ের স্ত্রী নির্মল কৌর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানান, ”চলতি সপ্তাহের শুরুতেই একজন রাঁধুনি কোভিডে আক্রান্ত হন। তারপরেই আমরা বুধবার কোভিড পরীক্ষা করাই। সেই পরীক্ষাতেই মিলখা সিং পজিটিভ ধরা পড়েন। গতকাল পর্যন্ত ওঁর কোনো উপসর্গ ছিল না। তবে রাতে হালকা জ্বর এসেছিল। আপাতত উনি বাড়িতে আলাদা রয়েছেন। জ্বর এখন কমে গিয়েছে।’’৯১ বছর বয়সেও মিলখা সিং চন্ডীগড় গলফ ক্লাবে নিয়মিত যান। তবে কোভিডের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২-৩ মাস ঘরবন্দিই ছিলেন। পুত্র জীব মিলখা সিং আন্তর্জাতিক গলফার। তিনি আপাতত দুবাইয়ে রয়েছেন এক প্রতিযোগিতায়। চলতি সপ্তাহেই দেশে ফেরার কথা তাঁর। সেক্টর-৩ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কোভিড কেয়ার মিনি সেন্টার গড়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই তা উদ্বোধন করেছেন ভিপি সিং বদনুর। সেই সেন্টারই পরিদর্শন করার কথা রয়েছে জীব মিলখা সিংয়ের।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাইলস্টোনের সামনে মহম্মদ শামি

মুম্বই: ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাইলস্টোনের সামনে মহম্মদ শামি। মাত্র ২০টি উইকেট পেলেই ভারতের পঞ্চম পেসার হিসেবে ২০০ টেস্ট উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করবেন শামি। এই টেস্ট সিরিজের মধ্যেই মাইলস্টোনে পৌঁছনোর ব্যাপারে আশাবাদী টিম ইন্ডিয়ার এই ডানহাতি পেসার।নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ছাড়াও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। তবে ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে বুধবার থেকে মুম্বইয়ে টিম হোটেলে শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের দু’’ সপ্তাহের কোয়ারেন্টাইন। দু’’সপ্তাহের কড়া কোয়েরেন্টাইন শেষে নেগেটিভ কোভিড রিপোর্ট নিয়ে লন্ডনের বিমান ধরবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। ২ জুন

ইংল্যান্ড উড়ে যাবেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা।প্রায় ছ’’ মাস পর ভারতীয় টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন শামি। গত বছর ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং করার সময় কবজিতে চোট পেয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন তিনি। চোটের কারণে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে খেলতে পারেননি। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরাহ এবং ইশান্ত শর্মার সঙ্গে ভারতীয় পেস আক্রমণের দায়িত্ব সামলাবেন বাংলার এই ডানহাতি পেসার। কিউয়িদের বিরুদ্ধে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে এবং জো রুটদের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টের মধ্যে ২০০ উইকেটের মাইলস্টোন ছোঁয়ার ব্যাপারে আশাবাদী শামি।স্পোর্টস তক-কে দেওয়া এক সাক্ষাতারে শামি বলেন, ’’আমি কিছু লক্ষ্য স্থির করছি না। তবে এই সফরে আশা ছাড়ছি না, কারণ এখানে আমরা ৬টি টেস্ট খেলব। এই সফরে বোলারদের আর্দশ পরিবেশে আমার মাইলস্টোন (২০০ টেস্ট উইকেট) অতিক্রম করা উচিত। আমি আমার দক্ষতা প্রয়োগ করব। ২০০ উইকেট ছুঁতে আমার সেরাটা দেব।’’ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে কিউয়িদের বিরুদ্ধে বুমরাহ, ইশান্ত ও নিজে ভালো বোলিং করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শামি।এখনও পর্যন্ত শামি ইংল্যান্ডে ৮টি টেস্ট খেলেছেন। উইকেট পেয়েছেন ২১টি। গড় ৪৭.০৪। এর আগে দু’’বার ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন শামি। এবার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান টিম ইন্ডিয়ার এই বোলার। এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলবে ভারত। প্রথম টেস্ট ৪ অগস্ট নটিংহ্যামে।

CORRIGENDUM

On unavoidable circumstances, the critical dates of auction vide PRESS NOTICE INVITING AUCTION NO:- OS/AGRI/EE(WEST)/2021-22 for "Dismantling, Disposal and Cleaning of site for Existing Old Damaged Sub-Seed Store, Hiring Centre and Toilet at Kamalghat under Mohanpur Agri Sub Division (plinth area = 132.41 sqm.) are modified as per following table :

SL NO	SCHEDULED ACTIVITY	DATE & TIME AS PER ORIGINAL PNIA	DATE & TIME AS PER MODIFIED SCHEDULE.
1	Last date of receipt of application	17/05/2021 , Upto 4.00PM	29/05/2021 , Upto 4.00PM
2	Issuing of tender form	20/05/2021 , Upto 4.00PM	03/06/2021 , Upto 4.00PM.
3	Date of dropping of Tender form	24/05/2021 Upto 3.00PM	07/06/2021 Upto 3.00PM
4	Date of opening of Tender	24/05/2021 at 15.30 hrs (If possible)	07/06/2021 at 15.30 hrs (If possible)

All other terms & condition will remain same as original PNIA NO:- 05/AGRI/EE(WEST)/2021-22 dated 29/04/2021 .

For more details, please contact with Office of the undersigned.

(Er. Nikhil Roy)
Executive Engineer (west)
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura.

ICA-C-682/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/12/2021-22 dated 19/05/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other s*”ite PWD having valid electrical contractor license issued by rripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on 08/06/2021.

SI No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/28/2021-22	Rs. 278,733.00	Rs. 2,787.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/29/2021-22	Rs. 173,823.00	Rs. 1,738.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 08/06/2021 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 08/06/2021, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note:

***NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER’**

For and on behalf of the Governor of Tripura
[DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-687/2021-22

২ বছর অন্তর হবে ফুটবল বিশ্বকাপ এমনটাই প্রস্তাব ফিফার সভায়

প্রতি ২ বছর অন্তর ফুটবলের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরবের ফুটবল ফেডারেশন। ছেলেদের এবং মেয়েদের বিশ্বকাপ এখন ৪ বছর অন্তর হয়। ২ ধরনের বিশ্বকাপই ২ বছর অন্তর আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। শুক্রবার বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে ফিফা।২০ বছর আগে ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটারও এমনই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে ২ বছর অন্তর বিশ্বকাপ হলে ক্লাবগুলো মেনে নেবে কি না সেই নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সারা বছর ফুটবলের যে ঠাসা সূচি থাকে তার মধ্যে ২ বছর অন্তর বিশ্বকাপ আয়োজন করা কতটা সম্ভব, সেই নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে। মার্চ মাসে ফিফার ফুটবল বিকাশের প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিশ্বকাপ, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলো ২ বছর অন্তর আয়োজন করার জন্য। সেই প্রস্তাব ইউরোপের ক্লাবগুলো সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেয় এবং এই প্রস্তাবকে ‘অবাস্তব’ বলে। ক্লাবগুলোর বক্তব্য ছিল এই প্রস্তাব গ্রহণ হলে ফুটবলারদের চোট বেড়ে যাবে। আর্থিক ভাবেও কতটা লাভ হবে, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। স্পোর্টস স্টাডিজের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের ফুটবল অবজারভেটরি প্রধান রাফাল পলি বলেন, “মনে রাখা উচিত, যে জিনিস যত কম পাওয়া যায়, তা তত আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়।

Public Notice

Survey of SECC-2011 Households is being conducted to identify eligible beneficiaries for housing under PMAY (G) under Karbook R.D Block, Gomati District & 273 Households are not found in Block area. Claims & Objection are invited from genuine households till 31st may, 2021 which may be submitted to BDO, Karbook R.D Block in plain paper. List is available in Notice board of Block/GP/VC Office.

Sd/- (David L Halam)
Block Development Officer
Karbook RD Block,
Gomati District.

ICA-D-189/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সৌজন্য গতকাল মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মার উপর তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে। আজ বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক।

অনাস্থার কারনে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বন্ধ হয়ে আছে দেবদারু পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ মে।। অনাস্থার কারনে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বন্ধ হয়ে আছে দেবদারু পঞ্চায়েতে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গত ৩০- ১১- ২০২০ তারিখে দেবদারু পঞ্চায়েতে নির্বাচিত ৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৭ জন প্রতিনিধি পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন।

ঘটনার বিবরন জানাতেগিয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জানান গত ৬ - ৮- ২০২০ তারিখে এলাকার শাসক দলের কিছু সংখ্যক লোকজন উন্নয়নমূলক কাজকে স্তব্ধ করে দেবার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধির উপর আক্রমন শুরু করে। এই আক্রমনের পিছনে পঞ্চায়েতের প্রধানের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। এরই পরিপেক্ষিতে ৭ জন প্রতিনিধি প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে ব্লক আধিকারিক ও জেলা আধিকারিকের নিকট দারস্ত হয়। সমস্ত নিয়ম নিতী মেনে অনাস্থার জন্য আবেদন করলেও দীর্ঘ আনেক মাস গরিয়ে যাবার পরোও প্রসাশনের কোনোপ্রকার হেলদোল নেই। অবশেষে জনপ্রতিনিধিরা নিরাশ হয়ে সঠিক বিচারের প্রার্থনা করে সংবাদমাধ্যমের দারস্তহন। প্রতিনিধিরা উনাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বিবরন সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরেন। উনারা জানান দীর্ঘ অনেকমাস যাবৎ পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিদের না থাকার কারনে পঞ্চায়েতে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বন্ধহয়ে রয়েছে। দেবদারু পঞ্চায়েতের অধিনে থাকা লোকজনেরা ভাতা থেকে বঞ্চীত হয়ে যাচ্ছে। তাই উনারা চাইছে এই বিষয়ে প্রসাশন দ্রুততাতার সহিত পদক্ষেপ গ্রহন করোক। জানাযায় জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে চড়কপাই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। এই পঞ্চায়েতেও একই অবস্থায় বয়েছে বলে জানাযায়। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর উন্নয়ন সার্থে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

তেলিয়ামুড়ায় পুত্র সংন্তানের জন্ম দিলেন করোনা আক্রান্ত প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ মে।। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এক ফুটফুটে শিশু সন্তানের জন্ম দিলেন করোণা আক্রান্ত মা। মা শিশু দুজনই সুস্থ আছে। তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

করোণা আক্রান্ত এক প্রসূতি মা শুক্রবার সাতসকালে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৃথিবীর আলো দেখালো এক পুত্র সন্তানকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর চাকমা ঘাট এলাকার ১৮ বছর বয়সী এক প্রসূতি মা তার প্রসব ব্যাথা নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আসে শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৫টা:৩০মিনিট নাগাদ। তখন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত কর্মীরা ওই গর্ভবতী মায়ের করোণা পরীক্ষা করলে তার শরীরে করোনার জীবাণু ধরা পড়ে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে করোণা আক্রান্ত কোন প্রসূতি মহিলার প্রসব করানোর ব্যবস্থা না থাকার দরুন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক ওই গর্ভবতী মহিলাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করতে চাইলে চিকিৎসক দেখতে পায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গর্ভবতী মহিলা সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক ও হাসপাতালে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ করোণা আক্রান্ত গর্ভবতী মা এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক বলেন, রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে তিনি চিকিৎসা কাজে হাত লাগিয়েছেন।

মা এবং শিশু উভয়েই সুস্থ রয়েছে। তাদের হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসায় কোন ধরনের ঘাটতি নেই বলেও জানানো হয়। চিকিৎসক বলেন এই কাজে নিজেকে গর্বিত মনে করছেন। তিনি আরো বলেন চিকিৎসকের কাছে রোগীরোগী রোগীই। পরিষেবা দেওয়াই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দায়িত্ব ও কর্তব্য।যখন কোন রোগী হাসপাতালে আসে তখন ডাক্তারবাবুরা সেসব বিচার করে না সে করোণা আক্রান্ত নাকি অন্য কিছু।তবে বর্তমান করুণা পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ তেলিয়ামুড়া বাসী।

উল্লেখ করা যেতে পারে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক গত বছর করোণা মহামারী কালেও করোণা আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার প্রসব করিয়েছিলেন নিজের জীবনকে বাজি রেখে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৭৬৬ জন সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক ও সংবাদকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। করোনা প্রতিরোধে রোগ সনাক্তকরণ, কোভিড টেস্ট, টিকাকরণ ও সতর্কতার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সারা দেশেই টিকার কিছুটা সঙ্কট রয়েছে ঠিকই কিন্তু সরকার রাজ্যের প্রতিটি জনগণের টিকাকরণে বদ্ধপরিকর। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিকদের জন্য কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচির পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এই কর্মসূচি আয়োজনে সহায়তায় রয়েছে স্বাস্থ্য এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সাংবাদিকরা হল প্রথম সারির যোদ্ধা। রাজ্যের উন্নয়নমুখী কার্যকলাপে সাংবাদিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রথম থেকেই রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ টিকাকরণ শিবির আয়োজনে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেছিল। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আজকের এই টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে আগরতলা শহরাঞ্চলের প্রায় সকল সাংবাদিকই টিকাকরণের আওতায় এসেছেন। যদি প্রয়োজন থাকে পরবর্তীতে এ ধরণের কর্মসূচির আয়োজন করা যাবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, আজকের এই টিকাকরণ কর্মসূচিতে ৭৬৬ জন সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক ও সংবাদকর্মী কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন। টিকাকরণ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে, সম্পাদক প্রণব সরকার, ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব ড় জে কে সিনহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ।

করোনার প্রকোপ দরিদ্র পরিবারে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ সাংসদ প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাজ্যে করোনা-র প্রকোপে মানুষের রোজগারে আঘাত নেমে এসেছে। গরিব মানুষের দু-বেলার খাবার বন্দোবস্ত করার জন্য ছুটে গেছেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। আজ শুক্রবার তিনি জিরানিয়া, মজলিশপুর এবং খয়েরপুরে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

সাংসদ ভৌমিক বলেন, আজ জিরানিয়ার গরু বাজারে কোভিড পরিস্থিতির জন্য দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া, আজ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আসামপাড়া এবং খয়েরপুরের কালিনগরে কোভিড পরিস্থিতির জন্য দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি। সাংসদের কথায়, করোনা-র প্রকোপ থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে ত্রিপুরা সরকার পুর নিগম এলাকায় সম্পূর্ণ দিন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নৈশকালীন কারফিউ জারি করেছে। ফলে, মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো সমস্যার মুখে পড়েছে। তাই, গরিব মানুষের দু-বেলা খাবার বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যেই ওই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। তাতে, করোনা পরিস্থিতিতে রোজগার না থাকলেও খাবারের অভাব হবে না তাঁদের, বলেন তিনি।

কৈলাসহর থানা ঘেরও করল ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। কৈলাশহর এর সিংগিরবিলে বাম যুব কর্মীকে মারধর করার প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার কৈলাশহর থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ডিওয়াইএফআই। বৃহস্পতিবার কৈলাসহরের ফুলতলী গ্রামের উপ প্রধান মৃদুল সিনহার নেতৃত্বে বিজেপি দলের কর্মীরা ডিওয়াইএফআই কর্মী প্রসন্ন দাসকে বেধড়ক মারধর করার পর চব্বিশ ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ২৪ ঘন্টা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও কৈলাসহর থানার পুলিশ আক্রমণকারীদের গ্রেফতার করে নি। এরই প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে আসামিদের গ্রেফতারের দাবীতে ডিওয়াইএফআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল কৈলাসহর থানার ওসি-এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশু দাস, সভাপতি সুরমান আলী, যুব নেতা পলাশ দে, রবীন দত্ত চৌধুরী, ধিরাজ সিনহা সহ অন্যান্যরা। ডেপুটেশন শেষে বিশু দাস বলেন , অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন ।বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিরোধীদলের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিশালগড় হাসপাতালে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মে।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে গত দুই দিন আগে বিশালগড় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা মুরাবাড়ি এলাকা থেকে একজন অপরিচিত মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রাখেন। তিন দিন যাবত ঐ অপরিচিত যুবকটি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল ভর্তি রয়েছে।শুক্রবার দুপুরবেলা হাসপাতলে শৌচাগারে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবত দরজা লাগিয়ে রাখে ঐ যুবকটি। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের সন্দেহ হয় এরপর বিশালগড় থানা খবর পাঠায়। পুলিশ এসে হাসপাতালে শৌচালয়ের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে দেখতে পায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে যুবকটি। পরবর্তী সময়ে ঐ যুবককে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। হাসপাতাল থেকে জানা যায় মৃত ব্যাক্তির নাম রাকেশ সরকার।বয়স চল্লিশ।

টিকার ঘাটতি মেটাতে বুলন্দশহরে কোভ্যাক্সিন উৎপাদনে অনুমোদন দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি.স.): করোনা টিকার ঘাটতি মেটাতে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে কোভ্যাক্সিন উৎপাদনে অনুমোদন দিল কেন্দ্র। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। লক্ষ্য থাকবে মাসিক এক কোটি টিকা উৎপাদন করা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিবকল এই উৎপাদনের দায়িত্ব পেয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে সেই সংখ্যাকে আরও বাড়িয়ে মাসিক দু' কোটি করাই লক্ষ্য তাদের। এবিষয়ে সংস্থার সহ-সভাপতি রাজীবকুমার শুক্লা বলেন, "এই কারখানায় এই মুহূর্তে দেশের পোলিও টিকার ৬০ শতাংশ উৎপাদিত হয়। এই প্ল্যান্টের করোনা টিকা সংরক্ষণ ও কোল্ড চেন পরিকাঠামো রয়েছে। ভারত বায়োটেক ও বিবকলের বিজ্ঞানীরা মিলে শিগগিরি বায়োসেফটি ল্যাবরেটরি তৈরি করবেন। সেখানেই সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে কোভ্যাক্সিন উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে।"

জানা গিয়েছে, এরই মধ্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে হায়দরাবাদের সংস্থা ভারত বায়োটেকও। এবিষয়ে একটি চুক্তিও সই হয়ে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, বিবকলকে ৩০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ভারত বায়োটেক জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০ কোটি ডোজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাও রাখবে তারা।

প্রসঙ্গত, কেবল বিবকল নয়। আরও দুই সংস্থাও কোভ্যাক্সিন উৎপাদন করবে। সেগুলি হল মহারাষ্ট্রের হাফকিন বায়োফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড।

এদিকে, ভারতে ৩২.৪৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা।

শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ মে সারা দিনে ভারতে ২০,৬১,৬৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩২,৪৪,১৭, ৮৭০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৬১,৬৮৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯১ জন।

যৌন হেনস্থা মামলায় বেকসুর খালাস তেজপাল, স্বস্তি দিল গোয়ার আদালত

পানাজি, ২১ মে (হি.স.): যৌন হেনস্থা মামলায় বেকসুর খালাস হলেন তেহেলকা ম্যাগাজিনের প্রাক্তন এডিটর-ইন-চিফ তরুণ তেজপাল। শুক্রবার তরুণ তেজপালকে যৌন হেনস্থার সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে গোয়ার আদালত। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে তাঁর এক মহিলা সহকর্মী যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু, শুক্রবার গোয়ার আদালত তরুণ তেজপালকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করল। গোয়ার আদালতের অতিরিক্ত সেশন জাজ ক্ষমা যোশী বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন তরুণ তেজপালকে।

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। তেজপালের একজন মহিলা সহকর্মী অভিযোগ করেছিলেন, উত্তর গোয়ার একটি হোটেলের লিফটে তাঁকে যৌন নিগ্রহ করেন তরুণ তেজপাল। এরপর গোয়া পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে নভেম্বর মাসেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তরুণ তেজপালকে। তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৪, ৩৫৪-এ, ৩৫৪-বি, ৩৭৬(২) (এফ), ৩৭৬(২)(কে) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জামিনে মুক্তি পান তরুণ তেজপাল। এর আগে এই মামলার রায়দান বারবার পিছিয়ে গিয়েছে। গত বুধবারই রায়দান পিছিয়ে যায়। এদিন বেকসুর খালাস ঘোষিত হওয়ার পর বিবৃতিতে তরুণ তেজপাল জানিয়েছেন, '২০১৩ সালের নভেম্বরে, মিথ্যেভাবে আমাকে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত করেছিলেন একজন সহকর্মী। শুক্রবার গোয়ার অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি আমাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন।' স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ফ্রান্সিসকো তাভোরা জানিয়েছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হবে।

রাজ্যে একাংশ তৃণমূল নেতা কর্মীদের তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরাতেও একাংশের তৃণমূল নেতাকর্মী অত্যুৎসাহী হয়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ লাল সিংহ সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। আশিষ বাবু অতি উৎসাহী হয়ে নয়জন মুখপাত্র নিযুক্ত করেছেন। নিযুক্তি পত্র দিয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেছেন আগামী দিনে তারাই সংগঠনের গুরু দায়িত্ব পালন করবেন। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তৃণমূলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক কেন্দ্রীয় নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নেই। দলীয় লেটারহেডে নিযুক্তি পথের যে বিষয়টি সমাজ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন। দল এ ধরনের কোনো দায়িত্ব কাউকে দেননি বলেও জানানো হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ ধরনের স্পষ্টীকরণ দেওয়ার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর ত্রিপুরায় একাংশের লোকজন নিজেদেরকে তৃণমূলের নেতৃত্বে আসীন করার লক্ষ্যে এ ধরনের তৎপরতা ও প্রয়াস নিচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।